

ড. আফরোজা পারভিন-এর জীবনী:

ড. আফরোজা পারভিন নারী উন্নয়ন শক্তি (NUS)-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী, যিনি গত ৩৫ বছর ধরে বাংলাদেশে উন্নয়ন খাতে কাজ করছেন। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত এনজিও ও অরাজনৈতিক সংগঠন নারী উন্নয়ন শক্তি (NUS)-এর মাধ্যমে তিনি এই কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। তিনি ২,৬০৪ জন কর্মীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষকে সহায়তা প্রদান করেছেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ২৩টি জেলায় ২,৪০৯টি সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এখন পর্যন্ত NUS সফলভাবে ৭৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যা ৪৯টি দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন অংশীদারের সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষাঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এসসি. যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (UCL) থেকে Gender Policy and Planning এ উচ্চশিক্ষা। যুক্তরাষ্ট্রে Women in Management বিষয়ে অধ্যয়ন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে পিএইচডি। এক বছর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোচ হিসেবে CEDPA, Washington D.C.-তে কর্মরত ছিলেন।দেশে-বিদেশে বহু প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি কমনওয়েলথ এশিয়া সেন্টার-এর আন্তর্জাতিক ফ্যাসিলিটেটর এবং কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও কাজ করেছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো-তে বহুবার প্রশিক্ষক (TOT) হিসেবে কাজ করেছেন।

আন্তর্জাতিক ভ্রমণঃ

তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব, প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং অংশগ্রহণ করেছেন। ভ্রমণকৃত দেশসমূহ: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন, তুরস্ক, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, মিশর, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালদ্বীপ, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, উগান্ডা, কেনিয়া, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ভুটানসহ মোট ৫৬টি দেশ। প্রদত্ত প্রশিক্ষণঃ তার নেতৃত্বে NUS-এর মাধ্যমে ১০০টিরও বেশি এনজিও ও প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ পেয়েছে। নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় ৩৯৪ জন সাংবাদিক, ৩৮৩ জন পুলিশ কর্মকর্তা এবং ১৫৬ জন আইনজীবী প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

টেলিভিশন প্রোগ্রামঃ

বাংলাদেশ টেলিভিশনে (BTV) উপস্থাপনা: "শতরূপা" এবং "এইডস ও বাংলাদেশ", চ্যানেল আই-তে টক শো: "কৈশোর সংলাপ" এবং "নারী উন্নয়ন শক্তি" এছাড়াও তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে: NTV, Channel i, RTV, ATN Bangla, STV, SA TV, Bangla TV, Maasranga TV, BanglaVision TV, বিজয় টিভি এবং BTV-তে।

সংবাদপত্রে প্রকাশনাঃ

তিনি উন্নয়নমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন সংবাদপত্রে: The Daily Star, The Independent, New Age, ইত্তেফাক, সমকাল, কালের কণ্ঠ, যুগান্তর, সংবাদ, আমার দেশ, মানবজমিন, যায় যায় দিন, নয়া দিগন্ত, ইনকিলাব, বাংলাবাজার, রববার, অর্থকাগজ।

গীতিকারঃ

তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুমোদিত গীতিকার। তার লেখা গানের সংখ্যা ৪,০০০-এরও বেশি।

গ্রন্থসমূহঃ তিনি এখন পর্যন্ত ৩৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে— উপন্যাস, কবিতা সংকলন, উন্নয়নমূলক প্রবন্ধ, এবং আধ্যাত্মিক গান।

চাঁদের পানশী

ড. আফরোজা পারভীন



চাঁদের পানশী

রচনাঃ ড.আফরোজা পারভীন
সর্বস্বত্বঃ ড.আফরোজা পারভীন
ই বুক প্রকাশনাঃ বাংলাদেশ ইবুক সেন্টার
প্রকাশকালঃ আগষ্ট ২০২৫
প্রচ্ছদঃ অলংকরণঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
প্রচ্ছদ: সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
রচনাকালঃ ২০২৪
যোগাযোগঃ nusbd31@gmail.com
Mobile: +০১৭১১৫৪১৫২৯

বিনিময় মূল্যঃ ২০০/

চাঁদের পানশী

ড.আফরোজা পারভীন

স্বা গ ত ম

চাঁদের পানশী

(২০১)

আমার স্বপ্ন অমরাবতী আমায় সেখানে নিও,
মনের ভিতর কালিমা যা আছে দূর করে প্রভু দিও।

রহস্যময় জীবন আমার সহজ করিও প্রভু,
বহতা জীবন ঢেউয়ের মাঝে তোমায় ভুলিনা কভু।
প্রভু তোমার পাশেই আমায় এইটুকু ঠাঁই দিও,
আমার স্বপ্ন অমরাবতী আমায় সেখানে নিও।।

তোমার গুনের শেষ নেই যাহা কবিতায় লিখে যাই,
মোর মাঝে যেন তোমার গুনের বিন্দুর দেখা পাই।
আমার চোখে জল নাহি আসে এলেও তা মুছে দিও,
আমার স্বপ্ন অমরাবতী আমায় সেখানে নিও।।

(২০২)

গরমে অতিষ্ট প্রভু শীতে মরি কাপনে,
সহজতর করো প্রভু আমার জীবন যাপনে।

তোমার ফুলবাগিচায় প্রভু আমি একটি ফুল,
মাফ করিও দয়াল তুমি আমার ত্রুটি ভুল।
পাপ মুক্ত কর প্রভু নেবার আগে কাফনে,
সহজতর করো প্রভু আমার জীবন যাপনে।।

সাত আসমানের উপর তুমি কোথায় তো না জানি,
মনেরই বিশ্বাসে তবু তোমায় আমি মানি।
কোথায় আমি থাকবো প্রভু দেবার পর দাফনে,
সহজতর করো প্রভু আমার জীবন যাপনে।।

(২০৩)

শান্তকরো প্রভু আমার বুকের অস্থিরতা,
ক্ষমাই আমার জীবনে হোক সবচেয়ে গুনের কথা।

প্রভুর কাছে আজকে আমার সকল সমর্পণ,
কাউকে আঘাত না দেই, বড় করো আমার মন।
মনটা আমার কোমল করো জাগাও মানবতা,
ক্ষমাই আমার জীবনে হোক সবচে গুণের কথা।।

ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সুখি হবে,
তোমার সৃষ্টি সকল মানুষ শান্তি পাবে তবে।
প্রভু আমার সৃষ্টিকর্তা তুমি পরম দাতা,
ক্ষমাই আমার জীবনে হোক সবচে গুণের কথা।।

(২০৪)

মরণ পারের যাত্রি সবাই বাঁচার খেলায় মাতি,
ভুলেই যাইযে ওপার যেতে কেউ হবে না সাথী।

সুখের আশায় মাতাল হলেম চোখে মায়ার ধুলি,
ভালো মন্দের বিচার যে নাই মুখে নানান বুলি।
মনে নাইযে দিন ফুরাবে নিভবে পরান বাতি,
ভুলেই যাইযে ওপার যেতে কেউ হবে না সাথী।।

এই পৃথিবী পান্থশালা দুই দিবসের ঘর,
অনিশ্চিতের পানে সবাই ছুটছি জীবন ভর।
দিনের কথায় মাতি সবাই ভুলে আঁধার রাতি,
ভুলেই যাইযে ওপার যেতে কেউ হবে না সাথী।।

(২০৫)

কোথায় যাবো মৃত্যুর পর জানিয়ে দাও প্রভু,
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভু।

ছুটেছি আমি সুখের পানে কোথায় আছে সুখ,
উত্তরণ করিও প্রভু যতই বাধা আসুক।
সৎ অসৎ বুঝিনে যে, সৎ বাণীও তবু,
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভু।।

সময় যেন যায় ফুরিয়ে জীবন নিশিভোর,
উদার করো আমায় প্রভু খুলে মনের দোর।
দুই দিবসের এই জীবনে শান্তি দিও প্রভু,
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভু।।

(২০৬)

ফুল সুবাসে ভরিও প্রভু আমার বিশ্ববন,
সকল আঁধার মুক্ত করো আমার এই ভুবন।

দুই দিনের এই দুনিয়াদারী আলোকিত হোক,
সবাই যেন ডাকে আমায়,একটা ভালো লোক।
ঘুমের মাঝে দিও প্রভু আমারই মরণ,
সকল আঁধার মুক্ত করো আমার এই ভুবন।।

হৃদয় আমার বিশাল করো নীল আকাশের মত,
লুটে নিও প্রভু আমার, মনের দুঃখ যত।
দিলের মূল্য দিও প্রভু চলি মন মতন,
সকল আঁধার মুক্ত করো আমার এই ভুবন।।

(২০৭)

শিশির জলে ধুঁইয়ে দিও স্নিগ্ধ আমার মন,
ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে মুক্ত রেখো সারাক্ষণ।

অশ্রু মুছে আমার মুখে ফুটিয়ে তুলো হাসি,
বিশ্ব মালিক প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি।
আঁধার থেকে আলোকিত করো এই জীবন,
ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে মুক্ত রেখো সারাক্ষণ।।

ফুলেল জীবন দিও প্রভু কাঁটার আঘাত ছাড়া,
তোমার প্রেমেই প্রভু আমি হলেম পাগলপারা।
মনের আয়না স্বচ্ছ করো প্রেমিক করো মন,
ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে মুক্ত রেখো সারাক্ষণ।

(২০৮)

তোমার মনের প্রেমের নদী সাঁতরে হবো পার,
প্রভু আমায় শক্তি দিও তোমাকে ডাকার।

আমার মনের সাধ যে তোমার মন করবো জয়,
তোমায় ভালোবাসবো প্রভু দূর করো মোর ভয়।
সহজতর করো আমার জীবন পারাবার,
প্রভু আমায় শক্তি দিও তোমাকে ডাকার।।

মুছে দিও প্রভু তুমি আমার অশ্রুপাত,
প্রার্থনাতে তোমায় ডাকি তুলে দুইটি হাত।
বাতলে দিও সকল পথ তোমাকে পাবার,
প্রভু আমায় শক্তি দিও তোমাকে ডাকার।।

(২০৯)

মূল্যবান জীবন দিও, দিও মূল্যবোধ,
আমার সকল দু:খ করো প্রতিরোধ।

এমন মধুর জ্যোৎস্না দিয়ে ভরিয়ে দিও মন,
তারা ভরা রাতে তোমায় ডাকবো সারাক্ষণ।
দুর করে দাও প্রভু আমার মনের যত ক্রোধ,
আমার সকল দু:খ প্রভু করো প্রতিরোধ।।

কাউকে যেন কষ্ট না দেই দু:খীর অশ্রুমুছি,
আমার মনের সকল অভাব দাও গো প্রভু ঘুঁচি।
ক্ষমার মধ্যে জীবন খুঁজি ভুলে প্রতিশোধ,
আমার সকল দুঃখ প্রভু করো প্রতিরোধ।।

(২১০)

তোমার ধ্যানেই কাটুক জীবন প্রভু পাবার আশে,
আমার অধম হৃদয় যেন মানুষ ভালোবাসে।

তোমায় পাবো বলেই প্রভু স্বপ্নেতে বিভোর,
কাটেনা যেন তোমায় নিয়ে আমার প্রেমের ঘোর।
তুমি আছো তুমি রবে আমার এ নিঃশ্বাসে
আমার অধম হৃদয় যেন মানুষ ভালোবাসে।।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি প্রভু আমার দুই চোখে,
চাইনে কখনো আমায় মন্দ বলুক লোকে।
সুখে দু:খে থেকো প্রভু তুমি আমার পাশে,
আমার অধম হৃদয় যেন মানুষ ভালোবাসে।।

(২১১)

ভোরের সূর্য তাকিয়ে দেখি জগত আলোকময়,
মানুষ ভালোবেসেই যেন আমার মরণ হয়।

কাউকে আঘাত না দেই মরণ এ মোর অভিলাশ,
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে করবো সাথে বাস।
মনের যত রাগ গরিমা যেন দমন হয়,
মানুষ ভালেবেসেই যেন আমার মরণ হয়।।

মাটির দেহ খাবে মাটি কিসের অহংকার,
আলোকিত করো প্রভু মনের অন্ধকার।
কেউ আমাকে কষ্ট দিলে তা যেন মোর সয়,
মানুষ ভালোবেসেই যেন আমার মরন হয় ।

(২১২)

হাজার তারার মেলার দূরে রাখো অন্ধকার,
সহজ করো প্রভু আমার জীবন পারাবার।

ভেঙে দিও প্রভু আমার মনের যত ভুল,
হৃদয়টা পবিত্র করো সুবাসিত ফুল।
শান্তি বিলায় দু:খ ভোলাই আমি যে সবার,
সহজ করো প্রভু আমার জীবন পারাবার।।

ধৈর্য দিও প্রভু আামায় করো সহনশীল,
কষ্ট না দেই কাউকে আমায় করো ক্ষমাশীল।
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সুখ দাও সবার,
সহজ করো প্রভু আমার জীবন পারাবার।।

(২১৩)

কোথায় খুঁজবো তোমায় প্রভু নুরের দেখা দাও,
আমার মনের দু:খ কষ্ট তুমি তুলে নাও ।

তুমি এক অদ্বিতীয় তোমার শরীক নাই,
একবার হলেও এই জীবনে তোমার দেখা চাই।
মনের যত রাগ ক্রোধ ভুলিয়ে তুমি দাও,
আমার মনের দু:খ কষ্ট তুমি তুলে নাও।।

মানুষ প্রাণীর কষ্ট শুনলে এগিয়ে যাব আমি,
আমায় তুমি তেমন শক্তি দাও গো অন্তর্যামী।
সহনশীল করো প্রভু ক্ষমার শক্তি দাও,
আমার মনের দু:খ কষ্ট তুমি তুলে নাও।।

(২১৪)

সততার সুবাস মাখা জীবন করো প্রভু,
আমি যেন কাউকে কোন কষ্ট না দেই কভু।

জন্ম মৃত্যু তোমার হাতে তোমার হাতেই সব,
আমার মাঝে জাগিয়ে দিও প্রাণের কলরব।
ক্ষমা করার শক্তি দিও সাহস দিও প্রভু,
আমি যেন কাউকে কোন কষ্ট না দেই কভু।।

কারো কষ্টে এগিয়ে যাবো হোক জীবনের ব্রত,
ধৈর্য সহ্য দিও আঘাত সহ্য করার মত।
পথভ্রষ্ট হইনা যেন ক্ষনিক ভ্রমে প্রভু,
আমি যেন কাউকে কোন কষ্ট না দেই প্রভু।।

(২১৫)

দ্যুলোক ভূ্যলোক গোলক মাঝে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী,
পথের দিশা দাও গো প্রভু তোমায় যেন জানি।

তোমার ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাও না নড়ে,
দু:খ কষ্ট না দাও প্রভু আর কাহারও ঘরে।
ধর্ম বর্ণ ভেদে সুখী হোক সকল প্রাণী,
পথের দিশা দাও গো প্রভু তোমায় যেন জানি।।

আমার দিলে দয়া দিও মায়া দিও প্রভু,
আমার দ্বারা কোন মানুষ কষ্ট না পাই কভু।
ক্ষমা দিও বুকের ভিতর করিও সম্মানী,
পথের দিশা দাও গো প্রভু তোমায় যেন জানি।।

(২১৬)

ফুল সুবাসে ভরে দিও আমার মন বাগান,
কোমল করো প্রভু সহজ করো আমার প্রাণ।

অচেনা কে চেনার মাঝেই হোক না আমার সুখ,
মানুষ ভালোবাসবো প্রেমে ভরিয়ে দাও বুক।
প্রভু তুমি দিয়েছো যে আমার জীবন শান,
কোমল করো প্রভু সহজ করো আমার প্রাণ।।

সীমাহীন এই দুনিয়াদারীর কতটুকুই জানি,
তোমার সৃষ্টি ভালোবাসি তোমায় যেন মানি।
ধৈর্য দিও প্রভু গাইবো তোমার প্রেমের গান,
কোমল করো প্রভু সহজ করো আমার প্রাণ।।

(২১৭)

আল্লাহর কথা স্মরণ করে কাটুক আমার দিন,
দু:খ ভোলাও প্রভু মনটা কইরো না মলিন।

আসুক যত ঝড় ঝঞ্ঝা করিও উদ্ধার,
শান্তি বিলাই কাটুক আমার জীবন পারাবার।
আমার জীবন করো প্রভু অহংকার বিহীন,
দু:খ ভোলাও প্রভু মনটা কইরো না মলিন।।

মনের বনে ফুটুক হাজার ভালোবাসার ফুল,
কাউকে যেন কষ্ট দিয়ে আর করিনা ভুল।
ধৈর্য দিও প্রভু আমায় বিপদকালীন,
হিংসা ভোলাও প্রভু মনটা কইরো না মলিন।।

(২১৮)

আমি শুধু জানি কিছু অতীত বর্তমান,
ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে জানেনা মোর প্রাণ।

আমার দ্বারা হয় না যেন কোন অপরাধ,
বাড়িয়ে দিও প্রভু আমার ধৈর্যের বাধ।
আজকের এই সভায় প্রভু গাইবো তোমার গান,
ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে জানেনা মোর প্রাণ।।

মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ না করি,
খারাপ কেউ ভালোবেসে তাহার জীবন গড়ি।
দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াই করবো তাদের দান,
ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে জানেনা মোর প্রাণ

(২১৯)

জীবন আমার অল্পমধুর প্রভুর দেয়া দান,
ব্যস্ত শুধুই থাকবো না যে নিয়ে বর্তমান ।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন থাকতে পারে সুখে,
আশেপাশের মানুষগুলো থাকে না যেন দুখে।
এমন কাজে নিবেদিত করবো আমার প্রাণ,
ব্যস্ত শুধুই থাকবো না যে নিয়ে বর্তমান।।

রাগ ক্রোধ মনের ভেতর দম করে রবো,
হিংসা ভুলে শুধুই মোরা ক্ষমার কথা কবো।
পরের দু:খে মনটা যেন ভেঙে হয় খান খান,
ব্যস্ত শুধুই থাকবো না যে নিয়ে বর্তমান।।

(২২০)

ব্যাকুল হৃদয় বেয়ে পড়ুক মানবতা প্রেম,
প্রভু আমার মনের ইচ্ছে তোমায় সপিলেম।

মমতাময় করো আমায় করিও সহজ,
শক্তি দিও টানতে পারি সংসারেরই বোঝ।
শিশির ভেজা শুভ্র স্নিগ্ধ হোকনা আমার প্রেম,
প্রভু আমার মনের ইচ্ছা তোমায় সপিলেম।।

আমার আশেপাশে যদি কষ্ট কেহ পায়,
দু:খ নাশে কষ্ট নাশে এগিয়ে যেন যাই।
কাউকে কষ্ট না দেই প্রভু ওয়াদা করিলেম,
প্রভু আমার মনের ইচ্ছা তোমায় সপিলেম।।

(২২১)

তিমির আধার কালের মাঝে ডুবে আছি আমি,
আলোর পথ দেখাও প্রভু তুমি অন্তর্যামী।

আমি তোমার পথের চারণ সহজ পথে নাও,
এই জগতের কুঞ্জবনে তোমার দেখা দাও।
প্রাণ পেয়ালা প্রেমে সিক্ত হই যেন গো আমি,
আলোর পথ দেখাও প্রভু তুমি অন্তর্যামী।।

কান্না কষ্ট মুছে দিব অন্য কারো দু:খে,
পরের দু:খে দুখি হবো সুখি পরের সুখে।
মনের ঘৃনা দুর করিয়া মানুষ করো নামী,
আলোর পথ দেখাও প্রভু তুমি অন্তর্যামী।।

(২২২)

দিলের দরদ বোঝেন আমার প্রভু নিরাকার,
সুবাসিত করো আমার জীবন পারাবার।

বিষাদ যেন নাহি জমে আমার সহজ মনে,
আমায় যেন ভালো মানুষ বলে সর্বজনে।
আমি যেন কাউকে কোন কষ্ট দেই না আর,
সুবাসিত করো আমার জীবন পারাবার।।

সাধ দিয়েছো সাধ্য দিও জীবন চলার পথে,
ঔষধ লাগাতে দিও কারো দু:খ ক্ষতে।
কাঁদিলে কেউ চোখের পানি মুছে দেই তাই,
সুবাসিত করো আমার জীবন পারাবার।

(২২৩)

প্রাণের ভিতর অনিশ্চিত এই জীবনের ভার,
বাইতে আমায় শক্তি দিও দয়াময় আমার।

যে কয়টা দিন বেঁচে আছি চলতে পারি যেন,
এই জীবনের সমাপনী সহজ ভাবেই টেনো।
নিরুদ্দশের পথে যেন চলতে না হয় আর,
বাইতে আমায় শক্তি দিও দয়াময় আমার।।

দয়ামায়ায় ভরিয়ে দিও আমার এই জীবন,
ধৈর্যশীল ক্ষমাশীল করো আমার মন।
শক্তি দিও আমায় প্রভু সহনশীলতার,
বাইতে আমায শক্তি দিও দয়াময় আমার।।

(২২৪)

আমার এই ফেরারী হৃদয় শান্ত করো প্রভু,
মিলন গান গাইবো কাউকে কষ্ট না দেই কভু।

জীবন যেন মাটির প্রদীপ হঠাৎ নিভে যাবে,
কে যেন তার মরনকালে একটু পানি পাবে।
সকল কষ্ট সয়ে চলার শক্তি দিও প্রভু,
মিলনের গান গাইবো কাউকে কষ্ট না দেই কভু।।

লড়াই আমি করতে চাইনা ভালোবাসবো বলে,
দু:খ দেই না কাউকে যেন সুখে জীবন চলে।
সহনশীল হতে চাইযে দয়া ময় প্রভূ,
মিলনের গান গাইবো কাউকে কষ্ট না দেই কভু।।

(২২৫)

জীবন যেন মিলনের হয়, না ঘটে বিচ্ছেদ,
না ঘটে যেন মানুষে মানুষেতে বিভেদ।

প্রভু তোমার সৃজন যেন আমি ভালোবাসি,
ক্ষণে ক্ষণে প্রার্থনাতে তোমার কাছে আসি।
দুর করো গো প্রভু আমার প্রাণের দু:খ খেদ,
না ঘটে যেন মানুষে মানুষেতে বিভেদ।।

শিশির জলে সিক্ত করো প্রভু আমার মন,
মানুষ ভালোবেসেই আমার কাটুক সারাক্ষণ।
পবিত্র রাখিও এই মন রাখিও সফেদ,
না ঘটে যেন মানুষে মানুষেতে বিভেদ।।

চাঁদের পানশী

(২২৬)

কলম হাতেই দিবস গেল রাত্রি হলো শেষ,
কাগজেতে আঁচড় দিয়েই হবি নিরুদ্দেশ।

অনিশ্চয়তার এ জীবন চোখ বুঁজলেই মাটি,
মন পেয়ালা শুদ্ধ করে মানুষ হবে খাঁটি।
বুকের মাঝে থাকুক সদাই মানব প্রেমের রেস,
কাগজেতে আঁচড় দিয়েই হবি নিরুদ্দেশ।।

প্রভুর সৃষ্টি পথের চারণ পথ খুঁজে যায় দিন,
হে মুসাফির, তোমার হৃদয় না হয় যে মলিন।
দেহের উপর ভাঁজ পড়েছে হবে জীবন শেষ,
কাগজেতে আঁচড় দিয়েই হবি নিরুদ্দশ।।

(২২৭)

ফুল সুবাসে মাতাল হলাম প্রভু তোমার দান,
তোমার কাছে নেই যে আমার কোনই অভিমান।

দেহের ভাঁজে দাগ পড়েছে বুঁদ ঝিমালেম কেন,
ভাঙ্গা বীণের তার সেরে নেই বাজতে পারে যেন।
বিষাদ বনে হারিয়ে গিয়ে কষ্টে ভাসায় প্রাণ,
তোমার কাছে নেই যে আমার কোনই অভিমান।।

মন পেয়ালা খালি প্রভু, একটুকু প্রেম দিও,
আমায় তুমি তোমার কাছে সুস্থ তুলে নিও।
মাতাল বাণীর গীত লিখে গাই মাতাল সুরে গান,
তোমার কাছে নেই যে আমার কোনই অভিমান।।

(২২৮)

সুখের চেয়ে শান্তি বড় এমন কথাই কই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শান্তিতে যেন রই।

জীবন আমার মধুর করো সহজ করো তুমি,
গীতল কথায় মাতাও হৃদয় আনন্দ মৌসুমী।
তোমার মাঝেই মুক্তি, তোমার মাঝেই বিলীন হই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শান্তিতে যেন রই।।

সহজ কথায় তোমার জন্য আমার কাব্য লেখা,
তোমায় ভালোবাসবো প্রভু তোমায় নিয়ে ভাববো।
কাউকে কষ্ট দেই না প্রভু ভালো মানুষ হই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শান্তি যেন রই।।

(২২৯)

প্রভু আমি অধম তোমার পথেই চারণ,
ক্ষণেক্ষণে তোমায় আমি করছি স্মরণ।

তোমার সৃষ্টি বিশ্ব ভূবন তোমার দয়ার দান,
তোমার কাছে নেইযে আমার কোনই অভিমান।
সহজ করে দিও প্রভু আমারই মরণ,
ক্ষণেক্ষণে তোমায় আমি করছি স্মরণ।।

শক্তি দিও সাহস দিও জীবন চলার পথে,
চলতে পারি যেন প্রভু তোমার আদেশ মতে।
মানুষ ভালোবাসবো প্রভু সারাটা জীবন,
ক্ষণেক্ষণে তোমায় আমি করছি স্মরণ।।

(২৩০)

শোকর করি প্রভু আমায় দিলে যত দান,
অল্পতেই তুষ্ট আমি ভরে যায় যে প্রাণ।

অনুরণন মনের মাঝে শুধুই তুমি প্রভু,
গোলাপ ফোটাই মনে কাউকে কষ্ট না দেই কভু।
সহনশীল করো প্রভু রেখো আমার মান,
অল্পতেই তুষ্ট আমি ভরে যায় যে প্রাণ।।

শান্ড় করো জগত প্রভু সবাই সুখি হোক,
দু:খ জরা দুর করে দাও কষ্ট না পায় লোক।
সবার জীবন হউক প্রভু সুখের ফুল বাগান,
অল্পতেই তুষ্ট আমি ভরে যায় যে প্রাণ।।

(২৩১)

সুখ দু:খ মিলেই জীবন দু:খ কেন খুঁজি,
কেউ জানেনা কখন আমরা দুইটি চক্ষু বুঁজি।

তাইতো চল গাইবো মোরা এই জীবনের গান,
দু:খ ভোলাই, কষ্ট ভোলাই জেগে উঠুক প্রাণ।
ব্যথা ভুলে চলো সবাই সুখের নাগাল খুঁজি,
কেউ জানেনা কখন আমরা দুইটি চক্ষু বুঁজি।।

যে কয়টা দিন বাঁচি চলি মানুষের কল্যাণে,
মানবতা জেগে উঠুক আমার সরল প্রাণে।
যুদ্ধ নয় বন্ধু আমরা শান্তি শুধু খুঁজি,
কেউ জানেনা কখন আমরা দুইটি চক্ষু বুঁজি।।

(২৩২)

জীবন যেন ফুলের মত পাপড়ি ঝরে যাবে,
মানব প্রেমই সবার জীবন মুক্তি খুঁজে পাবে।

দু:খ নয় সুখের খোঁজে জীবন করি পার,
পরের দুঃখ ভুলিয়ে দেখি সুখ মেলে সবার।
অল্পে তুষ্ট থাকলে আমার দুঃখ কমে যাবে,
মানব প্রেমই সবার জীবন মুক্তি খুঁজে পাবে।।

মনের দুয়ার খোলা রাখি পরকে আপন করি,
কাজের ফাঁকে প্রভুর কথা সদাই যেন স্মরি।
পরের দু:খে ঘুঁচিয়ে নিজের দু:খকে হারাবে,
মানব প্রেমই সবার জীবন মুক্তি খুঁজে পাবে।।

(২৩৩)

মিছেই মোরা জিদ করি না হবো না এক রোখা,
স্বার্থপর কেউ হবো না, হবো না কেউ বোকা ।

ফেরেব্বাজী করবো না কেউ দয়াল যেন হই,
ক্ষমার মাঝে আমরা যেন শান্তিখুঁজে লই।
ঘৃণা মোরা করবো না কেউ, হবো না এক চোখা ,
স্বার্থপর কেউ হবো না, হবো না কেউ বোকা।।

কাউকে কষ্ট আর দেবোনা, হবো না নিষ্ঠুর
হিংসা থেকে সবাই মোরা থাকবো বহু দুর।
ধৈর্য সহনশীল হবো, নই তো মোরা খোকা,
স্বার্থপর কেউ হবো না, হবো না কেউ বোকা।।

(২৩৪)

হৃদয় আমার দয়াল করো প্রভু দয়াময়,
মানুষ ভালোবেসে যেন আমার মরণ হয়।

ক্ষমাই হোক প্রভু আমার জীবন চলার সাথী,
তোমার সৃষ্টি ভালোবেসে প্রভুর প্রেমে মাতি।
দু:খ ভোলাই কান্না ভোলাই প্রভু দয়াময়,
মানুষ ভালোবেসে যেন আমার মরণ হয়।।

বিষন্নতা ঝেড়ে ফেলে উচ্ছল করি মন,
চোখের পানি মুছে ফেলে পর করি আপন।
দয়াল তুমিই যে আমার শেষ আশ্রয়,
মানুষ ভালোবেসে যেন আমার মরণ হয়।।

(২৩৫)

জাগিয়ে দিও প্রভু আমার ঘুমিয়ে থাকা প্রেম,
আমার যত ভালোবাসা তোমায় সপিলেম।

কষ্টে যারা ডুবে আছে কাঁন্না যাদের সাথী,
তাদের মনে জ্বালাই যেন আমার প্রেমের বাতি।
দু:খীর পাশে থাকবো প্রভু ওয়াদা করিলেম,
আমার যত ভালোবাসা তোমায় সপিলেম।।

আমার মনের রাগ ক্রোধ করিয়া দমন,
কান্তি দিও প্রভু আমার বড় করো মন।
কাউকে কষ্ট না দেই যেন ওয়াদা করিলেম,
আমার যত ভালোবাসা তোমায় সপিলেম।।

(২৩৬)

ডুবে আছি দয়াল প্রভু তিমির অন্ধকারে,
আলোর দিশা দাও গো প্রভূ পার করো আমারে।

রাঙিয়ে তোল আমার জীবন ফুলের সুবাস দিয়ে,
মুক্তি দাও রাগ ক্রোধ তুমি তুলে নিয়ে।
জীবন আমার যায় ভেসে যায় অথৈ পারাবারে,
আলোর দিশা দাও গো প্রভু পার করো আমারে।

দু:খ আমার ভুলিয়ে দাও জাগাও মনে সুখ,
দু:খি যেন হইগো প্রভু দেখে পরের দুখ,
পরের কষ্টে হৃদয় যেন পাশে থাকতে পারে,
আলোর দিশা দাও গো প্রভু পার করো আমারে।

(২৩৭)

খোলা দিলে বলছি প্রভু আমি মুসলমান,
আমার আছে এই দেহ মন সবই তোমার দান।

যে দিকেতে চালাও তুমি সেই দিকেই চলি,
তবুও যেন আমি প্রভু সত্য কথা বলি।
দিও নিখাদ ভালোবাসা ভরে আমার প্রাণ,
আমার আছে এই দেহ মন সবই তোমার দান।।

আমি যেন ভালোবাসি তোমার সৃষ্টি কুল,
কাউকে আঘাত দিয়ে প্রভু না করি যেন ভুল।
রাগ ক্রোধ দমন করো রাখিও সম্মান,
আমার আছে এই দেহ মন সবই তোমার দান।।

(২৩৮)

দিলের কসম বলছি প্রভু মানুষ ভালো হব,
এর জন্য দু:খ কষ্ট সবই আমি সবো।

তবুও আমি চাই যে তোমার নিখাদ ভালোবাসা,
তোমায় পাব পরপারে এই তো মনে আশা।
তোমার সৃষ্টি মানব জাতির সেবক আমি হব,
এর জন্য দু:খ কষ্ট সবই আমি সবো।।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাউকে নহে ঘৃণা,
গুনের বিচার দিয়েই হবে মানুষদেরকে চেনা।
কাউকে না দেই কষ্ট প্রভু ধৈর্য নিয়ে রবো,
এর জন্য দু:খ কষ্ট সবই আমি সবো।।

(২৩৯)

কোথায় তোমায় খুঁজবো প্রভু বন পাহাড়ে,
তোমার বিষয় জানতে আমি প্রশ্ন করি কারে।

নিরাকার প্রভু তুমি থাকো আমার মনে,
হাজার কথা বলবো প্রভু আমি তোমার সনে।
শুদ্ধ করো দয়াল প্রভু আমার জীবনটারে,
তোমার বিষয় জানতে আমি প্রশ্ন করি কারে।।

পৃথিবীতে যত ধর্ম সবই তোমার দান,
কেউ হিন্দু, কেউ খৃষ্টান, কেউবা মুসলমান।
ভিন্ন মতে সাথে চলার শক্তি দাও আমারে,
তোমার বিষয় জানতে আমি প্রশ্ন করি কারে।।

(২৪০)

বকুল তারা আকাশ মাঝে তোমায় খুঁজি প্রভু,
তোমার সৃষ্টি মানুষকে যেন কষ্ট দেই না কভু।

জীবন থেকে পালিয়ে না যায় আমার সময় গুলো,
আমি তোমার সৃষ্টি মানুষ ক্ষুদ্র পথের ধুলো।
আমার মনের আধার কালো দুর করিও প্রভু
তোমার সৃষ্টি মানুষকে যেন কষ্ট না দেই না কভু।।

মনের ভিতর সেঁধিয়ে দিও অসীম ভালোবাসা,
পরপারে তোমায় পাবো এই তো মনে আশা।
মনের যত রাগ ক্রোধ দুর করিও প্রভু,
তোমার সৃষ্টি মানুষকে যেন কষ্ট দেইনা কভু।।

(২৪১)

তুমি না হয় রইলে প্রভু আমার হৃদয় জুড়ে,
তোমারে না দেখিলে প্রভু আমার পরান পুড়ে।

কত কিছু চাওয়ার আছে প্রভু তোমার কাছে,
সহনশীলতা দিও তুমি আমার হৃদয় মাঝে।
হৃদয় জুড়ে প্রেমের ফুলের রেণু যেন উড়ে,
তোমারে না দেখিলে প্রভু আমার পরান পুড়ে।।

ভিন্ন মতে এক সাথে চলার শক্তি দিও,
কাউকে আঘাত দেবার আগে আমায় তুলে নিও।
আমার মনের ভিতর যেন মানবতাই ঘুরে,
তোমারে না দেখলে প্রভু আমার পরান পুড়ে।।

(২৪২)

প্রভু আমায় পার করিও অথৈ সাগরে,
ছিন্ন না হয় আমার ডোঙ্গা ফিরতে পারি ঘরে।

মধ্য পথে চলি প্রভু সামলে তুমি নিও,
জীবন হয়না জটিল আমার সহজ করে দিও।
ইচ্ছেমত চলতে পারি তোমারই পথ ধরে,
ছিন্ন না হয় আমার ডোঙ্গা ফিরতে পারি ঘরে।।

নিরেট বোকা না হই যেন, অতি চালাক নয়,
প্রভু আমার মনের আশা যেন পুরণ হয়।
ভালোবাসা দিও প্রভু আমার হৃদয় ভরে,
ছিন্ন না হয় আমার ডোঙ্গা ফিরতে পারি ঘরে।

(২৪৩)

তোমারই ফেরেশতার কাছে গুনাহ নেকি লেখা,
আমার শুধুই চলাবলা দুই নয়নে দেখা।

স্বপ্ন দেখাও তুমি প্রভু আমার সহজ প্রাণে,
পঙ্কিলতা যেন প্রভু আমাকে না টানে।
তোমার কাছেই প্রভু আমার জীবন চলা শেখা,
আমার শুধুই চলাবলা দুই নয়নে দেখা।।

জীবন করো সুবাসিত গোলাপ মাখা ঘ্রানে,
কাঁটার আঘাত পাইনা যেন আমার অবুঝ প্রাণে।
জীবন আমার সহজ করো চলতে পারি একা,
আমার শুধুই চলাবলা দুই নয়নে দেখা।।

(২৪৪)

দুই কাঁধে দুই ফেরেশতারা হিসাব লিখে যায়,
ভালো মন্দ নিয়েই জীবন ভালোই প্রভু চাই ।

সৎ কর্ম করাও প্রভু আমি গুনাহগার,
কোন অতলে ডুবে আছি নাই তো জানা তার।
পরপারে প্রভু তোমার দেখা যেন পাই,
ভালো মন্দ নিয়েই জীবন ভালোই প্রভু চাই।।

তোমার প্রেমে পূর্ণ করো ওগো দয়াময়,
তোমার জিকির করেই যেন আমার মরণ হয়।
কালের চাকার টানাপোড়নে রেহাই যেন পাই,
ভালো মন্দ নিয়েই জীবন ভালোই প্রভু চাই।।

(২৪৫)

ঈমানদারীর লেবাস পরে ঘুরিস হেথা হোথা,
নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখিস আছিস কোথা।

নিজের কাছেই নিজেকে তুই করেছিস অচেনা,
ভেবে দেখ কত লোকের কাছে আছিস তুই দেনা।
সৃষ্টিকর্তার হিসাব মতে তোর স্থান যে কোথা?
নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখিস আছিস কোথা।।

প্রাণের ভিতর পাপের খনি কিম্বা পূন্যে ভরা,
শান্তির নীড় রয়েছে কি রইলো মরু খরা।
দিলের কসম বলছি জানিস তোর জায়গা কোথা,
নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখিস আছিস কোথা।।

(২৪৬)

সাগর তীরে নুড়ি কুড়াই জনম জনম ধরে,
তোমায় ডাকি দয়াল প্রভু পার করো আমারে।

চার পাশে মোর অথৈ পাথার কুল কিনারা নাই,
কেমন করে প্রভু তোমার নুরের দেখা পাই।
গাইছি প্রভু তোমার গজল অতি বিনয় করে,
তোমায় ডাকি দয়াল প্রভু পার করো আমারে।।

দুই দিনের এই পান্থশালায় বেহুশ থাকি কাজে,
তবুও প্রভু তোমায় রাখি আমার বুকের পাশে।
তুমি আমার অচিন প্রভু চেনা দাও আমারে,
তোমায় ডাকি দয়াল প্রভু পার করো আমারে।।

(২৪৭)

এই জীবনের হিসাব নিকাশ রইলো প্রভু বাকী,
তোমার তরেই প্রভু আমি তসবিহ গুনে থাকি।

শোকর করি বিশ্বে যা কিছু সবই তোমার দান,
জীবন দিলে তুমি আবার নিয়ে নিবে প্রাণ।
প্রেম দিলে প্রণয় দিলে হৃদ মাঝারে আঁকি,
তোমার তরেই প্রভু আমি তসবিহ গুনে থাকি।।

মনের মাঝে ওলট পালট কত কথা কয়,
মন বাগানে কত রকম ফুল ফুটে যে রয়।
এই জীবনে আসল নকল কত নগদ বাকী,
তোমার তরেই প্রভু আমি তসবিহ গুনে থাকি।।

(২৪৮)

ধরণী নামের পান্থশালায় আমরা পথচারী,
নিরুদ্দশের যাত্রা পথে হাজার ক্রোশ পাড়ি।

জীবন যেন মায়ার খেলা গীতল বৃক্ষ বন,
মহা জ্ঞানী প্রভু তুমি করেছো সৃজন।
মরীচিকায় হারায় না যেন আমার জীবন গাড়ী,
নিরুদ্দেশের যাত্রা পথে হাজার ক্রোশ পাড়ি।।

বেলা শেষে আকাশ পানে দেখি তারার ভীড়,
প্রভু আমায় দেখিয়ে দিও জীবন নদীর তীর।
বাসন্তিকা বনের মাঝে স্বপ্ন দেখি তারই,
নিরুদ্দশের যাত্রা পথে হাজার ক্রোশ পাড়ি।।

(২৪৯)

হাজার ফুলের বাগান মাঝে আমি একটি ফুল,
প্রভু তোমায় চিনতে আমি না করি যেন ভুল ।

চাইনে আমার হুরপরী যে তোমার দেখা চাই,
জ্ঞানের সুবাস বিলিয়ে যেন তোমার কাছে যাই।
আমায় তুমি পার করিও একুল আর ওকুল,
প্রভু তোমায় চিনতে আমি না করি যেন ভুল।।

জ্যোৎস্না মাখা আকাশ গাঙে হাজার তারার মেলা,
আলোকিত ঝিকিমিকি করছে তারা খেলা,
তোমার সৃষ্টি দেখে আমি সত্যি বেভুল,
প্রভু তোমায় চিনতে আমি না করি যেন ভুল।।

(২৫০)

দু:খবাদী নাইবা হলেম দু:খ ভুলে রই,
মানব প্রেমের মাঝেই আমি শান্তি খুঁজে লই।

কাজের নেশায় বুদ হয়ে রই প্রতি সকাল সাঁঝে,
তোমায় যেন ডাকি প্রভু হাজার কাজের মাঝে।
তোমার দেখা পাবার জন্য অধীর হয়ে রই,
মানব প্রেমের মাঝেই আমি শান্তি খুঁজে লই।।

অনিশ্চয়তার জীবন তবু ভরসা তোমায় করি,
সুখে দুখে সকল সময় তোমায় যেন স্মরি।
প্রভু আমি যেন তোমার মনের মত হই,
মানব প্রেমের মাঝেই আমি শান্তি খুঁজে লই।।

(২৫১)

কোথায় যাব মৃত্যুর পর জানিয়ে দাও প্রভু.
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভূ।

ছুটছি আমি সুখের পানে কোথায় আছে সুখ,
উত্তরণ করিও প্রভু যতই বাধা আসুক।
সৎ অসৎ বুঝিনে যে সৎ জানিও তবু,
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভু ।।

সময় যেন যায় ফুরিয়ে জীবন নিশি ভোর,
উদার করো আমায় প্রভু খুলে মনের দোর।
দুই দিবসের এই জীবনে শান্তি দিও প্রভু
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভু।।

(২৫২)

সুখের চেয়ে শান্ড়ি বড় এমন কথাই কই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শান্তিতে যেন রই।

জীবন আমার মধুর করো সহঝ করো তুমি,
গীতল কথায় মাতাও হৃদয় আনন্দ মৌসুমি।
তোমার মাঝেই মুক্তি তোমার মাঝেই বিলীন হই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শান্তিতে যেন রই।।

সহজ কথায় তোমার জন্য আমার লেখা কাব্য,
তোমায় ভালোবাসবো প্রভু তোমায় নিয়ে ভাববো।
কাউকে কষ্ট দেইনা প্রভু ভালো মানুষ হই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শান্তিতে যেন রই।।

(২৫৩)

প্রাণে প্রাণে এক প্রাণ হবো প্রভু তোমার সাথে,
জীবনের হাল বাইবো প্রভু শক্ত দুইটি হাতে।

তুমি শ্রেষ্ঠ আমি তোমার সৃষ্টির সেরা প্রানি,
তুমি এক অদ্বিতীয়া তোমায় প্রভু মানি।
তোমার নুরের দেখা দিও আমার আঁখি পাতে,
জীবনের হাল বাইবো প্রভু শক্ত দুইটি হাতে।।

তোমায় নিয়েই প্রভু আমার জীবন পারাবার
তোমার জন্য খোলা আমার হৃদয় সিংহ দ্বার
মধুর স্বপন তুমি আমার প্রতি দিবস রাতে
জীবনের হাল বাইবো প্রভু শক্ত দুইটি হাতে।।

(২৫৪)

আর কত কাল ঘুরবো প্রভু তোমার নুরের খোঁজে,
তোমার দেখা পাবার পরেই চক্ষু যেন বোঁজে।

মন পেয়ালা ভরিয়ে দিও প্রভু মানব প্রেমে,
তোমায় পাবার আগে জীবন যায়না যেন থেমে।
ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয় তোমায় শুধু খোঁজে,
তোমার দেখা পাবার পরেই চক্ষু যেন বোঁজে।।

আমার হৃদয় পিঞ্জিরাতে তোমার দেখা দাও,
আমায় তুমি যখন তখন সুস্থ্য তুলে নাও।
তোমার জন্য লিখে চলি সফেদ কাগজে,
তোমার দেখা পাবার পরেই চক্ষু যেন বোঁজে।

(২৫৫)

মেঘের আড়ালে লুকালে তোমায় কেমনে খুঁজে বেড়াব,
প্রভুর নুরের দেখা পেলে তবেই শান্ড়ি পাবো ।

জানিনা কোথায় রয়েছো প্রভু কোন বন ভুমি পারে,
কোন আলোতে মিলবে দেখা কোন সে অন্ধকারে।
কোন আয়নায় দেখবো তোমায় কোন খানেতে যাবো
প্রভুর নুরের দেখা পেলে তবেই শান্ড়ি পাবো। ।

কোন সে ঝিলে কোন সমুদ্র কোথায় প্রভু থাকে,
কোথায় আমি খুজবো তারে কোন নে নদীর বাঁকে।
প্রভু আমি তোমার মাঝে তোমাকে হারাবো
প্রভুর নুরের দেখা পেলে তবেই শান্ড়ি পাবো ।।

(২৫৬)

আমার কলম চলবে প্রভু তোমার গুন গানে,
আমায় তুমি পৃথিবীতে রাখিও সন্মানে।

দিন রাত্রি তোমায় নিয়েই আমার আলপনা,
তুচ্ছ আমার দেহের ভিতর বড় করো মন।
শক্তি দিও দুঃখ শোকে আঘাত সহনে ,
আমায় তুমি পৃথিবীতে রাখিও সন্মানে। ।

ঘুমের মধ্যে মরন দিও আজব কষ্ট বিনে,
তোমায় যেন ডাকতে পারি আমি রাত্রি দিনে।
শান্ড়ি দিও প্রভু জীবন নামের এই বাগানে,
আমায় তুমি পৃথিবীতে রাখিও সন্মানে ।।

(২৫৭)

প্রভু তোমায় খুঁজে ফিরি শয়নে স্বপনে,
প্রার্থনাতে মগ্ন থাকি আমি জাগরনে।

বুকে খাঁচায় ভরা আছে আমার অবুঝ মন,
তোমার খোঁজেই হবে আমার জগত ভ্রমন।
কোথায় তোমায় খুঁজবো প্রভু কোন সে সাগর বনে,
প্রার্থনাতে মগ্ন থাকি আমি জাগরনে।।

তোমায় ডেকে ডেকে আমার জনম করবো পার,
তুমি অসীম দয়াল প্রভু তুমি যে অপার।
তোমার সাথে কাটুক জীবন মধূর আলাপনে,
প্রার্থনাতে মগ্ন থাকি আমি জাগরনে।।

(২৫৮)

মনে বাজে ব্যাকুল বাঁশি প্রভু তোমায় ডাকি,
সকাল সন্ধ্যা তোমার ধ্যানে কেবল মগ্ন থাকি।

হাজার ফুলের সুবাস দিয়ে গড়িলে ভুবন,
দেহের ভিতর সুবাসিত করো আমার মন।
তোমায় য়েন জনম জনম মনের মধ্যে রাখি,
সকাল সন্ধ্যা তোমার ধ্যানে কেবল মগ্ন থাকি।।

কোথায় আমি মিলবো তোমায় আমার তো নাই জানা,
হৃদয়ের দ্বার খোলা রাখতে নাইকো আমার মানা।
জীবন আমার সফল করো না দেই কাউকে ফাঁকি,
সকাল সন্ধ্যা তোমার ধ্যানে কেবল মগ্ন থাকি।।

(২৫৯)

প্রভু তোমার নির্দেশেই চলছে বিশ্ব খনি,
আমায় অনুসারী করো তোমায় যেন মানি।

তোমার কথায় থেমে গেছে বয়ে চলা নদী,
তোমার কথায় আকাশ কেঁদে ভরিছে জলধি।
কথায় আমার ছন্দ দিও, দিও মধুর বানী
আমায় অনুসারী করো তোমায় যেন মানি।।

তোমার কথায় গোলাপ ফোটে মনে আনে প্রেম,
আমার হৃদয় খানি প্রভু তোমায় সপিলেম,
হাজার জ্যোৎস্না তুমি দিলে মোর জীবনে আনি,
আমায় অনুসারী করো তোমায় যেন মানি।।

(২৬০)

জীবন চলা থেমে যাবে হইবে নিথর,
আপন করো দয়াল প্রভু কইরো না গো পর।

কবির কলম থেমে যাবে মেষ হবে মোর লেখা,
দয়াল তুমি আমায় একবার দিও দেখা।
সুখ শান্তি দিয়ে প্রভু ভইরো আমার ঘর,
আপন করো দয়াল প্রভু কইরো না গো পর।।

আমার বুকে ভালোবাসার স্বপ্ন দিও বুনে,
গুনী করো আমায় প্রভু মানবতার গুনে।
ভিজিয়ে দাও মানব প্রেমে হৃদয় বালুচর,
আপন করো দয়াল প্রভু কইরো না গো পর।।

(২৬১)

থেমে গেছে লাখো কণ্ঠ শুয়ে মাটির ঘরে,
আমার কলম থেমে যাবে শুইবো কবরে।

প্রভু আমায় তৈরী করো মানুষ বিবেকবান,
তোমার ভালোবাসা চাইযে চাইনে বিত্ত শান।
তোমার স্মৃতি ভালোবেসে একদিন যাবো মরে,
আমার কলম থেমে যাবে শুইবো কবরে।।

শান্তি দিয়ে সাজিয়ে তুলো আমার এই জগৎ,
মমতাময় করো আমায় মানুষ করো সৎ।
আমার মনে দাও গো ক্ষমা দয়ালু দাও করে,
আমার কলম থেমে যাবে শুইবো কবরে।।

(২৬২)

পৃথিবীতে হাজার জনে হাজার রকম মত,
বিশ্ব মালিক দয়াল তুমি রেখো আমায় সৎ।

মুছে দিও প্রভু তুমি আমার চেখের পানি,
শক্তি দিও সাধ্য দিও তোমায় যেন মানি।
ক্ষমাশীল করো আমায় করিও মহৎ,
বিশ্ব মালিক দয়াল তুমি রেখো আমায় সৎ।।

আমার বুকে দিও প্রভু অঝোর প্রেমের বৃষ্টি,
দয়া করো প্রভু ভালোবাসবো তোমার সৃষ্টি।
শুদ্ধ করো প্রভু আমার হৃদয় পারাবত,
বিশ্ব মালিক দয়াল তুমি রেখো আমায় সৎ।।

(২৬৩)

আমার মনের মাঝ খানেতে তোমার বসবাস,
সৃজনকারী প্রভুই আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস।

চলতে পথে দিও প্রভু ছোট ছোট সুখ,
পার করিও দয়াল যতই বিপত্তি আসুক।
মান্তি দিও মনের মাঝে প্রভু রাশি রাশি,
সৃজনকারী প্রভুই আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস।।

তোমায় পাবার তরে বুকে সাত সাগরের তৃষা,
তুমি বিনে জীবন আমার নিকষ অমানিশা।
রহস্যময় এই জীবনে তুমি স্বপ্নে আস,
সৃজনকারী প্রভুই আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস।।

(২৬৪)

তোমায় খুঁজে পাবো কোথায় প্রভু দয়াময়,
আখেরাতে তোমার আমার মিলন যেন হয়।

এই জীবনে কাটুক আমার শুধুই মধুক্ষণ,
বুকের ভিতর তুমি প্রভু তুললে আলোড়ন।
জীবন এখন অম্লমধুর করো সুখময়,
আখেরাতে তোমার আমার মিলন যেন হয়।।

তোমার প্রতিধ্বনি শুনি আমার হৃদয় মাঝে,
তোমার কথাই ভাবি প্রভু আমি সকাল সাঁঝে।
আমার মনের ভিতর শান্তি যেন রয়,
আখেরাতে তোমার আমার মিলন যেন হয়।।

(২৬৫)

হৃদয় আমার বিরাণ ভুমি শান্ড় করো প্রভ,
একা একা কষ্ট মনে মরতে চাইনা কভু।

মেঘহীন শোক বুকের ভেতর অঝোর বৃষ্টি দাও,
আমার মনের কষ্টগুলো তুমি তুলে নাও।
তোমার দয়া চাইগো আমার পাশে থাক প্রভু,
একা একা কষ্ট মনে মরতে চাইনা কভু।।

তুমি জানো প্রভু আমার জীবনের সকল কথা,
দূর করো দয়াল তুমি আমার মনের ব্যথা।
আমার মনের সকল আধার দূর করিও প্রভু,
একা একা কষ্ট মনে মরতে চাইনা কভু।।

(২৬৬)

স্বপনে আর জাগরনে আনবো তোমার নাম,
তবুও প্রভু শান্ত করো তোমার ধরাধাম।

যুদ্ধ কষ্ট সইনা আমার নরম পরান কাঁদে,
জীবন করো সুখের নহর যুদ্ধ কষ্ট বাদে।
পথে পথে ঢেলে দিও শাণিত অবিরাম,
তবুও প্রভু শান্ত করো তোমার ধরাধাম।।

শান্তি স্বপ্নে ভরিয়ে দিও সব মানুষের মন,
দিলটা দিও সবায় ভালোবাসুক সারাক্ষণ।
জনে জনে বিলাক মানুষ শান্তির পয়গাম
তবুও প্রভু শান্ত করো তোমার ধরাধাম।।

(২৬৭)

দিলের আকাশ রঙিন করো প্রভু দয়াময়,
দিলের ভিতর প্রেমের তারা ফুটে যেন রয়।

লাখো জনে মনে মনে বিলায় যেন প্রেম,
প্রভু আমার সকল ইচ্ছে তোমায় সপিলেম।
কাটার আঘাত পেলেও যেন সওয়ার শক্তি পায়,
দলের ভিতর প্রেমের তারা ফুটে যেন রয়।

এখন আমার জীবন প্রভু শুধুই মুল্য সার,
সেই জীবনে বুনে দিও রঙেরই বাহার।
মহাকালের যাত্রী নইতো জীবন হবে ক্ষয়,
দিলের ভিতর প্রেমের তারা ফুটে যেন রয়।।

(২৬৮)

বাদশা ফকির কেউ রবেনা একদিন মরন হবে,
দয়াল প্রভু আমি তোমার দেখা পাবো কবে।

তোমার পথের পথিক আমি দেখিয়ে দাও পথ,
জীবন চলার পথে প্রভু আমায় করো সৎ।
ভিন্ন মতে এক সাথে চলতে মোদের,
দয়াল প্রভু আমি তোমার দেখা পাবো কবে।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভালো বাসুক প্রান,
সবাই তোমার সৃষ্টি গাইবো তোমার বিজয় গান।
কাউকে কষ্ট না দেই প্রভু এক সাথে রই সবে,
দয়াল প্রভু আমি তোমার দেখা পাবো কবে।।

(২৬৯)

সুখের সুবাসে ভেসে থাকো তুমি আমার এ অন্তরে,
নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা প্রভু তোমার তরে ।

তুমি নিরাকার তবুও তোমায় দেখিতে ইচ্ছা জাগে,
মোর জীবনের সমারোহ হোক রঙীন রাঙা ফাগে।
তোমায় যেন হারায়ে না ফেলি আন্ধা মনের ঝড়ে,
নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা প্রভু তোমার তরে।।

আমার স্বপ্নে রয়েছো যে তুমি নিবিড় ভাবনায়,
কল্পনারই মিষ্টি ঘ্রানে তোমায় যেন পাই।
অনুভবের ভাঁজে ভাঁজে তোমায় মনে পড়ে,
নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা প্রভু তোমার তরে।।

(২৭০)

আমার প্রাণের পথিক তুমি প্রভু দয়াময়,
চঞ্চল মোর মনটা যেন শান্ত নীরব হয়।

মাতাল করো তোমার প্রেমে আজকের এই সমীরে,
আমার পানশী নৌকা ভিড়াও প্রভু তোমার তীরে।
আমার মনের বাঁকে বাঁকে তোমার কথা রয়,
চঞ্চল মোর মনটা যেন শান্ত নীরব হয়।

ক্ষণে ক্ষণে ডাকে তোমায় আমার অবুঝ মন,
আমার উদাস আঁখি তোমায় খোঁজে সারাক্ষণ।
আমার হৃদয় পায় যেন গো তোমারই আশ্রয়,
চঞ্চল মোর মনটা যেন শান্ত নীরব হয়।।

(২৭১)

তোমায় নিয়ে আমার কোন স্মৃতি নাইযে প্রভু,
আমি কি আর এই জীবনে চিনবো তোমায় কভু।

নয়ন মাঝে দু'চোখ বুঁজে তোমায় শুধু খুঁজি,
জানি নে যে কখন আমি দুইটি চক্ষু বুঁজি।
জানিনে যে কবে হবে অন্তর্ধান প্রভু,
আমি কি আর এই জীবনে চিনবো তোমায় কভু।

পৃথিবীতে সবাই একা তুমিই হৃদয় মাঝে,
তাইতো তোমায় স্মরণ করি আমি সকাল সাঁঝে।
তুমি আমার প্রানের ভেতর পরশ দিও প্রভু,
আমি কি আর এই জীবনে চিনবো তোমায় প্রভু।।

(২৭২)

শুদ্ধ করো আমায় তোমার প্রানের পরশ দিয়ে,
প্রশান্ত হোক জীবন তোমার পথের দিশা নিয়ে।

আমার অনুভবে জাগুক মানবতা প্রেম,
প্রভু আমার হৃদয় খানি তোমায় সপিলেম।
কোথায় আমায় রাখবে প্রভু পরপারে গিয়ে,
প্রশান্ত হোক জীবন তোমার পথের দিশা নিয়ে।।

শান্ত করো মনের বাগান দখিন সমীরনে,
সুবাসী ঘ্রান দিও প্রভু আমার হৃদয় বনে।
কল্পনাতে ছবি আঁকি হাজার স্বপ্ন দিয়ে,
প্রশান্ত হোক জীবন তোমার পথের দিশা নিয়ে।।

(২৭৩)

জেগে থেকো নয়ন মাঝে প্রভু দয়াময়
তোমার অপেক্ষাতেই যেন আমার মরন হয়।

মনের ভেতর তোমার সাথে হাজার কথা বলি,
সমর্পণ তোমার পানে তোমার পথেই চলি।
হাজার রকম প্রশ্ন আমার মনের মাঝে রয়,
তোমার অপেক্ষাতেই যেন আমার মরন হয়।।

ভালোবাসা মায়ায় তুমি ভরিয়ে দিও প্রান,
মিষ্টি যেন হয়গো প্রভু জীবন চলার ঘ্রান।
মনের ভিতর শান্তি সুখের প-াবন যেন রয়,
তোমার অপেক্ষাতেই যেন আমার মরন হয়।।

(২৭৪)

তোমার বিশ্ব মালঞ্চতে আমি একটা ফুল,
পাপড়ি ঝরে যাবার আগেই মাফ করিও ভুল।

দিল দিওয়ানা আমি তোমার প্রার্থনাতে রই,
তোমার হৃদয় পাবো বলেই আমি ব্যাকুল হই।
পার করিও প্রভু দয়াল একুল ও কুল,
পাপড়ি ঝরে যাবার আগেই মাফ করিও ভুল।।

তোমার সৃষ্টি বিশ্ব ভুবন আলো অন্ধকার,
আকাশ মাটি সবই তোমার অথৈই পারাবার।
তোমার প্রেমের নেশায় প্রভু রয়েছি মশগুল,
পাপড়ি ঝরে যাবার আগেই মাফ করিও ভুল।।

(২৭৫)

দেখছো প্রভু আমার দিকে জানছো তুমি সব,
জাগিয়ে দিও প্রভু আমার প্রানের কলরব।

মনের ভিতর বুলবুলিটা গাইছে প্রেমের গান,
ফুলের সুবাস দিয়ে প্রভু ভরিয়ে দিও প্রাণ।
আমার হৃদয় জুড়েই শুধু তোমার অনুভব,
জাগিয়ে দিও প্রভু আমার প্রানের কলরব।।

দিল পেয়ালা ভরে দিও শান্তির সাগর দিয়ে,
প্রশান্ত করিও হৃদয় কষ্ট তুলে নিয়ে।
তোমার সৃষ্টি আমার কাছে সবই অভিনব,
জাগিয়ে দিও প্রভু আমার প্রানের কলরব।।

(২৭৬)

তোমার নেশায় প্রান টলমল মালিক দয়াময়,
তোমায় ডেকেই আমার যেন জীবনটা পার হয়।

দিনের হাজার কাজের ফাঁকে তোমায় আমি ডাকি,
রাতে তোমায় স্মরণ করেই ঘুমিয়ে যেন থাকি।
আমার হৃদয় তোমার দয়ায় শুদ্ধ যেন রয়,
তোমায় ডেকেই আমার যেন জীবনটা পার হয়।।

তোমার আলোয় আলোকিত আমার হৃদয় খানি,
তুমি দয়াল দাতা তুমি মহান বলেই জানি।
মনে প্রেমের প্রদীপ জ্বালো প্রভু দয়াময়,
তোমায় ডেকেই আমার যেন জীবনটা পার হয়।।

(২৭৭)

অমর প্রভু তুমি প্রানের প্রতিধ্বনি শোন,
আমার হৃদয়ে প্রেমের হাজারও বীজ বোনো।

তুমি বিনে সাগর তৃষা প্রভু আমার মনে,
আবেগী এই মনের কথা প্রভু তোমার সনে।
কোথায় তুমি থাকো প্রভু ঠিকানা নাই কোন,
আমার হৃদয়ে প্রেমের হাজারও বীজ বোনো।।

তোমার কথায় লেখি প্রভু আমার কবিতায়,
তোমায় নিয়ে মন পবনে সুখের পাখা বাই।
তোমায় খুঁজি জনম জনম দেখি নাই এখনও,
আমার হৃদয়ে প্রেমের হাজারও বীজ বোনো।।

(২৭৮)

দেখা দিও তোমার নুরের আমার দুই নয়নে,
তোমার সাথে মিলনের গাইবো ক্ষণে ক্ষণে।

কোথায় তোমায় পাবো খুঁজে মালিক দয়াময়,
এই জীবনে তোমার আমার যেন দেখা হয়।
প্রেমের বৃষ্টি দিও প্রভু আমার মরণ মনে,
তোমার সাথে মিলনের গাইবো ক্ষণে ক্ষণে।।

বকুল ফুল রাখা আছে জায়নামাজের পাশে,
প্রার্থনাতে মগ্ন আমি তোমায় পাবার আসে।
দেখতে কি পাও অশ্রু প্রভু আমার দুই নয়নে,
তোমার সাথে মিলনের গাইবো ক্ষণে ক্ষণে।।

(২৭৯)

প্রভু তোমায় স্বপ্নে হলেও একবার যেন দেখি,
তোমার প্রার্থনাতে আমি হাজার কাব্য লেখি।

হাজার গোলাপ ফোটাও মনে সুবাস বিলাও তার,
পার করিও পরপারে অথই পারাবার।
সত্য চালাও প্রভু জীবন না হোক মেকি,
তোমার প্রার্থনাতে আমি হাজার কাব্য লেখি।।

জাগরণে তোমাকে চাই ঘুমের ঘোরেও তাই,
এক নিমিষের তরে হলেও তোমার দেখা পাই।
দিন রাত্রি যখন তখন একবার তোমায় দেখি,
তোমার প্রার্থনাতে আমি হাজার কাব্য লেখি।।

(২৮০)

গোধুলি বেলায় আমার ঘরে হাসনা হেনার ঘ্রান,
তোমার প্রার্থনাতে প্রভু জুড়ায় আমার প্রাণ।

আকাশ জোড়া সাধ নেই আমার খুবই ছোট্ট চাওয়া,
জনে জনে শত মনে মিলনের গান গাওয়া।
রোজই ভোরে প্রভু আমার গাইযে তোমার গান,
তোমার প্রার্থনাতে প্রভু জুড়ায় আমার প্রাণ।।

শিউলি ঝরে পড়ে আমার ঘরের জানালা পাশে,
মোহনীয় সুগন্ধি মোর ঘরে ভেসে আসে।
এমন মোহনীয় সুখ যে প্রভু তোমার দান,
তোমার প্রার্থনাতে প্রভু জুড়ায় আমার প্রাণ।।

(২৮১)

ফরে ফরে তোমায় ডাকি প্রভু দয়াময়,
আমার পথ চলা যেন সহজতর হয়।

চলতে ফিরতে মৃত্যু দিও চলার না হোক শেষ,
হঠাৎ করেই একদিন প্রভু হবো নিরুদ্দেশ।
আমার মনের আরজী প্রভু তোমার নিকট রয়,
আমার পথ চলা যেন সহজতর হয়।।

সুস্থ দেহে তুলে নিও আমার হৃদয় ফুল,
তোমার কাছে প্রার্থণা মোর মাফ করিও ভুল।
আমার দিলের ভিতর যেন দয়ার সাগর রয়,
আমার পথ চলা যেন সহজ তর হয়।।

(২৮২)

শরাব তহুরা চাইনে আমার তোমাকেই চাই প্রভু,
অর্থ বিত্ত মোহে আমি ভাসি না যেন কভু।।

অল্পে তুষ্ট থাকুক আমার প্রশান্ত হৃদয়,
তোমার সৃষ্টি প্রেমেই যেন আমার মরণ হয়।
সোনা দানা চাইনে আমার তোমাকে চাই প্রভু,
অর্থ বিত্ত মোহে আমি ভাসি না যেন কভু।।

কান্না দিলে বুকের ভেতর সইতে শক্তি দাও,
প্রভু তুমি আমাকে তোমার দয়াকে বর্ষাও।
নগদ বাকীর জীবন আমার সহজ কর প্রভু,
অর্থ বিত্ত মোহে আমি ভাসি না যেন কভু।।

(২৮৩)

আমায় ভালো মানুষ করো, করো দয়াবান,
শান্ত করো মুগ্ধ করো প্রভু আমার প্রাণ।।

রাতে দিও শান্তির ঘুম দিনে কাজের শক্তি,
প্রভু তোমায় সারাজীবন যেন করি ভক্তি।
সৎ পথে রোজগার দিও রাখিও সন্মান,
শান্ত করো মুগ্ধ করো প্রভু আমার প্রাণ।।

বেহুঁশ হয়ে ঘুরছি প্রভু তোমার পানে,
কোথায় তুমি প্রভু খুঁজছি সবখানে।
মধ্যবিত্ত জীবন দিও চাইনা বিত্তশান,
শান্ত করো মুগ্ধ করো প্রভু আমার প্রাণ।।

(২৮৪)

তুমি অধরা আমার প্রভু মালিক দয়াময়,
তোমার পথে এই অধমের চির বিদায় হয়। (মালিক)

বুকে দিও চাঁদনী আকাশ আলোকিত মন,
চাইনে আমার টাকা কড়ি চাইনে অনেক ধন। (প্রভু)
বিরান মরুভূমি প্রভু আমার এ হৃদয়,
তোমার পথে এই অধমের চির বিদায় হয়।। (মালিক)

এই জনমে এসো প্রিয় পরপারেও চাই,
তোমারই সুজিত বিশ্বে তোমার দেখা নাই। (প্রভু)
আমার তপ্ত হৃদয় প্রভু শীতল যেন হয়,
তোমার পথে এই অধমের চির বিদায় হয়।। (মালিক)

(২৮৫)

মন যা বলে বলিনে তা টিকে থাকার আশে,
মনের ভেতর অনেক কথাই মেলেনা বিশ্বাসে।

সুবাস ফুলের বিছানা চাই, চাইনে কাঁটার ঘা,
চোখে যা দেখে হৃদয় যেন দেখে অন্যটা।
আমার মনতো জানেনা যে প্রভু কোথায় আছে,
মনের ভেতর অনেক কথাই মেলেনা বিশ্বাসে।।

অনেক কথায় বলে চলি মানেনা তা মন,
মনের সাথে মনের যুদ্ধ চলছে সারাক্ষণ।
এমন কথা বলি যেন সবাই ভালোবাসে,
মনের ভেতর অনেক কথাই মেলেনা বিশ্বাসে।।

(২৮৬)

ধাঁধাঁয় ভরা বিশ্ব যেন আসল মেকি নিয়ে,
প্রভু আমায় আসল কর মানবতা দিয়ে ।

হোকনা জীবন মায়ার খেলা ভালোবাসায় মাতি,
তোমার আরশ পানে প্রভু আমায় করো সাথী।
যাকনা জীবন মধুর বিধুর টক মিষ্টি নিয়ে,
প্রভু আমায় আসল কর মানবতা দিয়ে।।

মিছেই সাধের পাহাড় গড়ি সাধের সীমা দিও,
অল্পে তুষ্ট রেখে আমায় সুস্থ তুলে নিও।
লড়াই বড়াই না করি যেন থাকি শান্ড়ি নিয়ে,
প্রভু আমায় আসল কর মানবতা দিয়ে।।

(২৮৭)

শ্যামল মায়া তরুর ছায়া প্রভু তোমার দান,
মৃদু মন্দ দখিন হাওয়া শীতল করে প্রাণ।

রাতের আকাশ চাঁদের মুখে তোমার দেয়া আলো,
মনের ভাঁজে মাতম তোলে লাগে ভীষণ ভালো।
হাজার গোলাপ সুবাস মাখা তোমারই বাগান,
মৃদু মন্দ দখিন হাওয়া শীতল করে প্রাণ।

জীবন খোলা মাটির প্রদীপ বাতাসে নিভে যায়,
তোমায় খুঁজি প্রভু মরুর অসীম তৃষায়।
লড়াই করে টিকে আছে আমার জীবন মান,
মৃদু মন্দ দখিন হাওয়া শীতল করে প্রাণ।।

(২৮৮)

হাজার বছর তোমায় ডাকলে শেষ হবেনা ডাকা,
ফেরারী এই হৃদয় প্রভু রয়েই গেল ফাঁকা ।

চার পাশেতে লোভ লালসা ঝক মারির খেলা,
সকল ভুলে তোমায় ডেকে কাটিয়ে দেব বেলা।
চাইনে আমার হিরা পান্না চাইনে কড়ি টাকা,
ফেরারী এই হৃদয় প্রভু রয়েই গেল ফাঁকা।।

শিশির জলে সিক্ত করো আমার হৃদয় প্রভু,
ধুঁধুঁ মরু রয় না যেন বুকের ভেতর কভু।
নিকার এক প্রভুর ছায়া হৃদয়ে নেই আঁকা,
ফেরারী এই হৃদয় প্রভু রয়েই গেল ফাঁকা।।

(২৮৯)

আমি এক মুসাফির প্রভু পথে পথেই চলি,
অনিশ্চিত জীবন নিয়ে তোমার কথাই বলি।

বিষাদ আমার দূর করিও প্রভু দয়াময়,
মানত নেবার মাঝে আমার মুক্তি যেন হয়।
বুকের ভিতর ফুটিয়ে দিও ভালোবাসার কলি,
অনিশ্চিত জীবন নিয়ে তোমার কথাই বলি।।

পথের চারণ আমি তোমার সৃজিত একজন,
দুঃখ ভুলে কষ্ট ভুলে ভালো করো মন।
সরিয়ে দাও প্রভু আমার চোখের মায়া্ ঠুলি,
অনিশ্চিত জীবন নিয়ে তোমার কথাই বলি।।

(২৯০)

প্রভু আমায় বদলে দিও তোমার অনুসারী,
আয়ুষ্কালে প্রাণটা খুলে তোমায় ডাকতে পারি।

ভালোবাসার প্রতিধ্বনি বিশ্ব পানে হাসুক,
ধ্বংসযজ্ঞ ভুলে সবাই শান্ড়ি পথে আসুক।
জনে জনে মনে ঝরুক ভালোবাসার বারি,
আয়ুষ্কালে প্রাণটা খুলে তোমায় ডাকতে পারি।।

কাউকে আঘাত না করি যেন পরে দুখে কাঁদি,
তোমার ভালোবাসায় প্রভু রেখো আমায় বাধিঁ।
তোমার কাছেই যাব প্রভু দুনিয়াদারী ছাড়ি,
আয়ুষ্কালে প্রাণটা খুলে তোমায় ডাকতে পারি।।

(২৯১)

হাজার কাজের ফাঁকে তোমায় মনে রাখতে চাই,
এক জীবনে যেন তোমার নুরের দেখা পাই।

আকাশ ভরা চন্দ্র তারা প্রভু তোমার দান,
সুস্থ রেখো প্রভু তুমি আমার দেহ প্রাণ।
অবিনশ্বর প্রভু তোমার পথের দিশা চাই,
এক জীবনে যেন তোমার নুরের দেখা পাই।।

হৃদয় আমার অবুঝ পাগল যেন দিশে হারা,
আমার ডাকে দয়াল প্রভু একটু দিও সাড়া।
মানুষ ভালোবেসেই জীবন পার করিতে চাই।।

(২৯২)

এই জীবনের মহা কাব্য কেউ জানেনা আর,
শুধুই তুমি জানো সবই প্রভু নিরাকার।

তোর প্রতি আমার প্রেম অমর হয়ে রবে,
প্রভু আমি তোমার পথের দিশা পাব কবে।
আমার জীবন হয়না যেন কেবল শুন্য সার,
শুধুই তুমি জানো সবই প্রভু নিরাকার।।

আমার কন্ঠে দিও প্রভু মিষ্টি মধুর কথা,
দুর করিও আমার মনের সকল আকুলতা।
শেষ করিও অনুভবে জীবন বেদনার,
শুধুই তুমি জানো সবই প্রভু নিরাকার।।

(২৯৩)

হাজার গানে তোমায় ডাকি তোমার প্রার্থনায়,
এই জীবনে তোমায় প্রভু আপন করে চাই।

আপন ধারায় জীবন চলুক চাইনে দুঃখ জরা,
বসন্ড় বাতাসে হোকনা আমার হৃদয় হরা।
বিচ্ছেদ না চাই গো প্রভু মিলনের গান,
এই জীবনে তোমায় প্রভু আপন করে চাই।।

তুচ্ছ আমার মানব জীবন তুচ্ছ আমার প্রাণ,
চুপিসারে গাইবো তোমায় ভালোবাসার গান।
ভোগ বিলাসে ধ্বংসযজ্ঞে না যেন হারাই,
এই জীবনে তোমায় প্রভু আপন করে চাই।।

(২৯৪)

তোমার দয়ার দানে প্রভু বিশ্ব ধরা চলে,
তোমার অমরতা প্রভু প্রাণের কথা বলে।

তোমার তরে আমার প্রভু হাজার কাব্য লেখা,
এই জীবনে একবার দিও তোমার নূরের দেখা।
হারিয়ে গেছি আমি আজকে লোকের কোলাহলে,
তোমার অমরতা প্রভু প্রাণের কথা বলে।।

আপন সত্তা নিয়ে প্রভু বাঁচতে যেন পারি,
হাজার কষ্ট পেলেও যেন তোমাকে না ছাড়ি।
মিষ্টি ভাষা দিও প্রভু তোমার দেয়া গলে,
তোমার অমরতা প্রভু প্রাণের কথা বলে।।

(২৯৫)

জীবন পাপড়ি ঝরে যাবে প্রভু কদিন পরে,
সেদিন আমার জায়গা হবে ছোট্ট মাটির ঘরে।

দেখবো না তো সুর্যের আলো কিম্বা জ্যোৎস্না রাত,
অন্ধকারে নিমজ্জিত আমার শরীর হাত।
জড় দেহের কি হবে যে আমার কবরে,
সেদিন আমার জায়গা হবে ছোট্ট মাটির ঘরে।।

জীবন কাব্য থেমে যাবে নীরব হবে সব,
স্তব্ধ হবে আমার এ জীবনের কলরব।
জমি জায়গা ধন রত্ন সবই রবে পড়ে,
সেদিন আমার জায়গা হবে ছোট্ট মাটির ঘরে।

(২৯৬)

প্রেমের হয়ে প্রভু জ্বলে থেকো প্রাণে,
সহজ সরল জীবন দিয়ে রাখিও সম্মানে।

আপন সত্তা নিয়ে যেন বাঁচতে পারি ভবে,
প্রভু তুমি আমার মনে জনম জনম রবে।
প্রার্থনাতে ডাকি তোমায় ডাকি আমার গানে,
সহজ সরল জীবন দিয়ে রাখিও সম্মানে।।

দুঃখ যদি দিয়ে থাক সওয়ার শক্তি দাও,
জীবনটাকে বদলে দিয়ে তোমার পথে নাও।
উৎফুল্ল রেখো জীবন ভরিয়ে ফুলের ঘ্রান,
সহজ সরল জীবন দিয়ে রাখিও সম্মানে।।

(২৯৭)

আলোর মায়াজালে বেঁধে পূন্য করো প্রভু,
মনের জানলা খুলে দিও আঁধার না হয় কভু।

হৃদয় মরু পূর্ণ করো প্রভু তোমাার প্রেমে,
কোথায় আছো দয়াল আমার কাছে এসো নেমে।
হাজার কাজের মাঝে তোমায় ভুলিনা যেন,
মনের জানলা খুলে দিও আধার না হয় কভু।।

দুঃখ আমার ভুলিয়ে দিও সুখের প্রদীপ জ্বেলে,
মানব প্রেমই আমার মাঝে শান্তি যেন মেলে।
হৃদয় যেন ভাঙ্গে না মোর ঝড় ঝাপটায় প্রভু,
মনের জানলা খুলে দিও আধার না হয় কভু।।

(২৯৮)

দিন গুলো মোর ভালো কাটুক প্রভু দয়াময়,
রাতের বেলা নিশ্চিন্তে ঘুম যেন মোর হয়।

তোমার কাছে আমার প্রভু নেই তো গোপন কিছু,
আমি যেন না যাই কোন দুষ্ট লোকের পিছু।
আমার দিলের সিন্দুকে যেন ভালোবাসা রয়,
রাতের বেলা নিশ্চিন্তে ঘুম যেন মোর হয়।।

প্রভুর জন্য মেলে দিলাম আমার হৃদয় বুক,
এই বুকেতে দিও প্রভু তোমার স্বর্গ সুখ।
তোমার নেশায় পাগল হবো মালিক দয়াময়,
রাতের বেলা নিশ্চিন্তে ঘুম যেন মোর হয়।।

(২৯৯)

তারায় তারায় তোমায় খুঁজি মালিক দয়াময়,
আমার মুখের হাসি যেন চিরকালই রয়।

আঁধার কালো ঐ আকাশে একটা ফালি চাঁদ,
তোমায় পাবার জন্য আমায় মানেনা মন বাঁধ।
তুমি যেন সুর্য আলো তুমি জ্যোৎস্নাময়,
আমার মুখের হাসি যেন চিরকালই রয়।।

হৃদয় খুলে বসে আছি তোমার জন্য প্রভু,
এত ডাকি আমি তোমার দেখা না পাই তবু।
মনের দীঘি মানব প্রেমে ভরা যেন হয়,
আমার মুখের হাসি যেন চিরকালই রয়।।

(৩০০)

প্রভু আমার বসন ভূষণ রেখো সাধারণ,
তোমার নেশায় বিভোর যেন থাকি সারাক্ষণ।

আমার দুটি টলমলে চোখ তোমার জন্য কাঁদে,
শত দুখেও আমার হৃদয় পাশানে বুক বাঁধে।
তোমার ভালোবাসায় প্রভু আমার আভরণ,
তোমার নেশায় বিভোর যেন থাকি সারাক্ষণ।।

আমার হৃদয় মাঝে তুমি ফোটাও প্রেমের ফুল,
চলতে পথে মাফ করে দাও আমার যত ভুল।
তোমার জন্য লিখবো গীতের হাজারো চরণ,
তোমার নেশায় বিভোর যেন থাকি সারাক্ষণ।।

(৩০১)

মৃত্যু যতই তুচ্ছ বলি মৃত্যু তুচ্ছ নয়,
মনের ভিতর আমার যেন থাকে মৃত্যু ভয়।

জীবন যেন ফুল বাগানের একটি গোলাপ ফুল,
সময় এলেই ঝরে যাবে তাই করি না ভুল।
প্রানের মাঝে সৎ থাকার সাহস যেন রয়,
মনের ভিতর আমার যেন থাকে মৃত্যু ভয়।।

শত চেষ্টা করে হলেও খুলবো সুখের দ্বার,
আমায় তুমি শক্তি দিও প্রভু হে আমার।
দুঃখ কষ্ট যতই থাকুক করতে পারি জয়,
মনের ভিতর আমার যেন থাকে মৃত্যু ভয়।।

(৩০২)

শোকর করি প্রভুর পানে যা দিয়েছো সুখী
এমনি করে জীবন চলুক আর করো না দুখি।

মনের নায়ে পাল তুলেছি জীবন করবো পার,
তোমার দয়া পেলে জীবন পূর্ণ যে আমার।
সৎ এর কাছে জয়ী হবো অসৎ যেন রাখি,
এমনি করে জীবন চলুক আর করো না দুখি।।

দেহ নামের খাঁচার ভিতর আমার পরান পাখি
তোমার তরে আমার এ প্রান সপে দিয়ে রাখি
পরোপারে যেতে হবে দুনিয়ার পাঠ চুকি
এমনি করে জীবন চলুক আর করো না দুখি।।

(৩০৩)

মনের মাঝে রঙিন কথার মালা গাঁথি রোজ,
প্রভু জীবন রঙীন করো নিও আমার খোঁজ।

দিন গুলো মোর অম্লমধুর সুখ দুখে গড়া,
শিশির সিক্ত মধুর করো আমার জীবন ধরা।
সহজে যেন বইতে পারি এই জীবনের বোঝ,
প্রভু জীবন রঙীন করো নিও আমার খোঁজ।।

আজকে তোমায় ডাকছি প্রভু জ্যোস্না ভেজা রাতে,
তোমার দয়া থাকে যেন সদাই আমার সাথে।
কাজের ফাঁকে তোমায় যেন ডাকতে পারি রোজ।
প্রভু জীবন রঙীন করো নিও আমার খোঁজ।

(৩০৪)

তোমায় নিয়ে স্বপ্ন আঁকি তোমায় ঘিরেই মন,
তোমায় যেন ডাকতে পারি প্রভু সারাক্ষণ।

আমার মনের ফুলদানীতে সাজিয়ে দিও ফুল,
জীবন চলার পথে প্রভু না করি যেন ভুল।
বুকের ভিতর তোমায় নিয়েই চলছে আলোড়ন,
তোমায় যেন ডাকতে পারি প্রভু সারাক্ষণ।।

হাজার গল্প আছে আমার জীবন ভর,
প্রভু যেন করতে পারি শান্তি সুখের ঘর।
তুমি আমার দয়ার সাগর তুমি যে আপন,
তোমায় যেন ডাকতে পারি প্রভু সারাক্ষণ।।

(৩০৫)

জ্যোৎস্না ভেজা আজকে রাতে তোমার ধ্যানে আছি,
কালের চাকায় পিষ্ট তবু প্রভুর দয়ায় বাঁচি।

শিশির কাঁদা হিয়ার মাঝে তোমার বসবাস,
একুল ওকুল রক্ষা করো এই তো মনে আশ।
তোমার দয়ার দানে আমায় রেখো কাছাকাছি,
কালের চাকায় পিষ্ট তবু প্রভুর দয়ায় বাঁচি।।

আমার হৃদয় থেকে মোছ কালো মেঘের শোক,
সাগর তৃষা বুকে আমি সাধারণ এক লোক।
পরপারে রেখো তোমার পাশাপাশি।।
কালের চাকায় পিষ্ট তবু প্রভুর দয়ায় বাঁচি।।

(৩০৬)

মিলনের গান গাইবো আজকে তোমার তরে,
শান্তি সুখের আবাস দিও আমার ছোট্ট ঘরে।

চাইনে অনেক ধন রত্ন অনেক টাকা কড়ি,
অল্পে তুষ্ট রেখো প্রভু তোমায় যেন স্মরি।
সহজ সরল জীবন চলুক ছোট্ট পরিসরে,
শান্তি সুখের আবাস দিও আমার ছোট্ট ঘরে।।

তোমার দয়া পাওয়া আমার তুচ্ছ দেহ মন,
তোমার পানে করছি প্রভু আজকে সর্মাপণ।
সাগর তৃষা বুকে আমার মরুর বালু চরে,
শান্তি সুখের আবাস দিও আমার ছোট্ট ঘরে।।

(৩০৭)

শ্রান্ত মেঘের ওই পারে নাকি তোমারই বসবাস,
সাত আসমানে তোমাকেই খুঁজি তোমাকে পাবার আশ।

কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা প্রভু অন্তরে দিও দেখা,
রহস্যময় তুমি যে প্রভু তোমায় নিয়েই লেখা।
আমার হৃদয়ে বপন করিও প্রেমের সবুজ ঘাস,
সাত আসমানে তোমাকেই খুঁজি তোমাকে পাবার আশ।।

তোমার সৃজিত মানুষ তবুও হইনি তো আজো সেরা,
আমার জীবন হয় যে প্রভু মায়া মমতায় ঘেরা।
তুমি ছাড়া কিছু নেই তো আপন শহরের বন বাস,
সাত আসমানে তোমাকেই খুঁজি তোমাকে পাবার আশ।।

(৩০৮)

হাজার প্রভাতে প্রার্থনা প্রভু হাজার নিশিথে কাঁদি,
অম্লমধুর জীবন তবুও পাষাণে বুকটা বাঁধি।

চাইনে আমার অমরতা প্রভু তবু আমি লিখে যাই,
গুনগান শুধু তোমারই লিখবো আমার কবিতায়।
তোমার প্রার্থনাতেই প্রভু নিরবে গলা সাধি,
অম্লমধুর জীবন তবুও পাষাণে বুকটা বাঁধি।।

বিশ্ব ভুবন তোমার সৃষ্টি তোমারই নীলা খেলা,
আল্যো আঁধারের মাঝখানে মনে ভাসিছে প্রেমের ভেলা।
তোমার মত কোথায় পাবো গো দয়াল দিল দরদী,
অম্লমধুর জীবন তবুও পাষাণে বুকটা বাঁধি।।

(৩০৯)

দিলের মূল্যে দিল দিও শুধু অর্থ মূল্যে নয়,
তোমায় ভালো বেসেই যেন আমার মরণ হয়।

আমার কান্না মুছে দিতে পাশে থেকো তুমি,
জীবন আমার হয়না যেন বিরাণ মরুভুমি।
আমার সময় লুটে নিয়ে করিও সুখময়,
তোমায় ভালো বেসেই যেন আমার মরণ হয়।

দুই দিবসের এই জীবনটা হোকনা খুশি ভরা,
জয় করবো এই ভুবনের যত দুঃখ জরা।
হৃদয় বীনা বাজুক সুরে বেসুরো না যেন রয়,
তোমায় ভালো বেসেই যেন আমার মরণ হয়।

(৩১০)

আমার হৃদয়ে যত প্রেম চলে নিখাদ করিও প্রভু,
তোমার সৃষ্টি মহা বিশ্বকে কষ্ট না দেই কভু।

রহস্য ময় মানব জীবনে চলছে কতনা খেলা,
তোমার সৃষ্টি সেবাতেই যেন কেটে যায় মোর বেলা।
সাগরের তৃষা বুকে রয়ে যাক তোমায় ডাকিব তবু,
তোমার সৃষ্টি মহা বিশ্বকে কষ্ট না দেই কভু।।

জানিনা আমার কতটা ক্ষমতা কতটুকু আমি পারি,
পাশেতে যেন দাঁড়াই যখন শুনি কারো আহাজারি।
শোকেতে কাতর না হয়ে যেন জয় করি আমি শোক,
তোমার সৃষ্টি মহা বিশ্বকে কষ্ট না দেই কভু।।

(৩১১)

আজো জানিনা কোন প্রান্তরে তোমার বসবাস,
মানব হৃদয়ে তোমাকে খুঁজতে ভালোবাসি রাশরাশ।।

আজো জানিনা বেহেস্ত কিম্বা দোজখ কোথায় থাকে,
তোমাকেই চাই তাই প্রভু আমি ডাকিযে কাজের ফাঁকে।
তোমায় পাবার আশায় আমার দিল করে হাঁস ফাঁস,
মানব হৃদয়ে তোমাকে খুঁজতে ভালোবাসি রাশরাশ।।

আজো জানিনা মরনের পরে আমার কোথায় ঠাঁই,
এই জনমে একবার যেন তোমার দেখা পাই।
জানি না কোথায় আত্মা রইবে যখন হবো লাশ,
মানব হৃদয়ে তোমাকে খুঁজতে ভালোবাসি রাশরাশ।।

(৩১২)

জীবনের পানে ছুটে চলি প্রভু মহাকালের এ যাত্রী,
সুখ স্বর্গ বেহেস্ত খুঁজেছি আমি যে দিবস রাত্রি।

দুঃখ জলদি পার কর প্রভু সুখের তালাশ দাও,
সুর্য কিম্বা নিশুতি রাতের কষ্টকে তুলে নাও।
তোমার কাছেতে হই যেন আমি ভালোবাসার পাত্রি,
সুখ স্বর্গ বেহেস্ত খুঁজেছি আমি যে দিবস রাত্রি।।

শোকেতে কাতর না হয়ে যেন জয় করি আমি শোক,
তোমার মনে আমি একজন হই যেন ভালো লোক।
দুঃখ এবং ঝড় ঝঞ্জায় তুমি যে আমার ছত্রী,
সুখ স্বর্গ বেহেস্ত খুঁজেছি আমি যে দিবস রাত্রি।।

(৩১৩)

নিশুতি রাতের অন্ধকারে তোমার প্রার্থনায়,
প্রভু আমায় বলো তোমায় কেমন করে পাই।

নশ্বর এই জীবন আমার ক'দিন বলো বাঁচি,
তোমায় পাবার স্বপ্নে প্রভু বিভোর হয়ে আছি।
তোমার ভালাবাসায় যেন আমার হয়গো ঠাঁই,
প্রভু আমায় বলো তোমায় কেমন করে পাই।।

আমার জীবন হয়না যেন শুধুই শুন্য সার,
সুখময় করো হই জীবন আর মাফ করো পরপার।
মৃত্যু যেন এমন হয়গো কোনই কষ্ট নাই,
প্রভু আমায় বলো তোমায় কেমন করে পাই।।

(৩১৪)

স্বর্গের হুর চাইনে গো প্রভু চাইনে আমার পরী,
তোমার ভালো বেসেই যেন তোমার সুপথ ধরি।

কি হবে আমার বেহেস্ত দিয়ে তোমাকেই প্রভু চাই,
তাইতো নিশুত রাত দিন আমি তোমাকেই শুধু স্মরি।
তোমায় ভালো বেসেই যেন তোমার সুপথ ধরি,
তোমার ভালো বেসেই যেন তোমার সুপথ ধরি।।

ফুলের সাথে কাঁটা আছে আমি কাঁটার আঘাত সব,
তবুও তোমায় ডাকা থেকে আমি বিরত নাহি রব।
গীতল জীবন দিও গো আমায় প্রভু তুমি দয়া করি,
তোমার ভালো বেসেই যেন তোমার সুপথ ধরি।।

(৩১৫)

সৎ অসৎ এর লীলা খেলায় আমার বেভুল মন,
দয়াল প্রভু তোমায় খুঁজি ফিরি সারাক্ষণ।

দিলের মূল্যে দিল দিও প্রভু মাটির মত সুখ,
হন্যে হয়ে তোমার জন্য কাঁদে আমার বুকে।
বিশ্ব বনে ফুল সুবাসি করো আমার মন,
দয়াল প্রভু তোমায় খুঁজি ফিরি সারাক্ষণ।।

আমার দুঃখ লুটে নিও ঝড় ঝঞ্জা যত,
কান্না ভুলে সবার সাথে হাসবো অবিরত।
সুখ শান্তি তোমার হাতেই চাইনে অনেক ধন,
দয়াল প্রভু তোমায় খুঁজি ফিরি সারাক্ষণ।।

(৩১৬)

অস্ত্রবাজী চাইনে প্রভু চাইনে যুদ্ধ জরা,
চাইনে অকাল মৃত্যু প্রভু শান্ত রেখো ধরা।

এই জীবনে কাঁটার আঘাত সয়না প্রভু আর,
আমায় সুযোগ দাওগো প্রভু আলোতে আসার।
সুস্থ জীবন দাও গো প্রভু চাইনে বন্যা খরা,
চাইনে অকাল মৃত্যু প্রভু শান্ত রেখো ধরা।।

হৃদয় কেন ছিন্ন বীনা নেই সেখানে সুর,
আমার স্বর্গ আমার বেহেস্ত বলো প্রভু কত দূর।
শান্তির তরে বলো প্রভু মোর এখন কি কাজ করা,
চাইনে অকাল মৃত্যু প্রভু শান্ত রেখো ধরা।।

(৩১৭)

প্রভু আমায় দিও গো তুমি তোমার পাশেই ঠাঁই,
দুঃখ শোকের মাঝেও প্রভু তোমাকে যেন পাই।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপন করে নিব,
আমার হৃদয় সিংহাসনে তোমাকেই ঠাঁই দিব।
তোমার অমরতার কথা কলমে তা লিখে যাই,
দুঃখ শোকের মাঝেও প্রভু তোমাকে যেন পাই।।

জানিনা আমার কপালে কি আছে মৃত্যুর পরপারে,
রহস্যময় মানব জীবন কতটা বুঝতে পারে।
মৃত্যুও কথকতা আমার কিছুই তো জানা নাই,
দুঃখ শোকের মাঝেও প্রভু তোমাকে যেন পাই।।

(৩১৮)

পাগল আমার দিলের স্বভাব মগ্ন তোমার প্রেমে,
প্রভু আমায় দাও গো দেখা আকাশ থেকে নেমে।

কোথায় তুমি রইলে আসীন কোথায় তোমার বাস,
বুকের ভিতর উতাল হাওয়া তোমায় পাবার আশ।
দিগন্তের ওই সাগর পাড়ে জ্যোৎস্না গেছে থেমে,
প্রভু আমায় দাও গো দেখা আকাশ থেকে নেমে।।

আলগা করো নীলের নেকাব নূরের দেখা চাই,
প্রেম সাগরের মাঝি যেন তোমার দেখা পাই।
টলটলে মোর চোখের পানি আজকে থাকনা থেমে,
প্রভু আমায় দাও গো দেখা আকাশ থেকে নেমে।।

(৩১৯)

পূর্নিমা চাঁদ ঐ আকাশে বন্ধু তুমি কই,
ফুল ওড়ালো রঙীন রেণু আকুল হয়ে রই।

ঝিলের উপর লাল পদ্ম শাপলা ফুলের হাসি,
কস্তুরী ঘ্রানে বন্ধু আমি তোমায় ভালোবাসি।
কোন বাগানের বুলবুলি গো তোমার কথা কই,
ফুল ওড়ালো রঙীন রেণু আকুল হয়ে রই।।

মুগ্ধ আছি তোমার প্রেমে নিঝুম মনে তুমি,
বুকের ভিতর বয় য়ে শুধু বসন্ত মৌসুমী।
প্রেম সারথী বন্ধু কেমনে এই বিরহ সই,
ফুল ওড়ালো রঙীন রেণু আকুল হয়ে রই।।

(৩২০)

প্রাণের বাঁশরী বেজে বেজে আজ ক্লান্ড় হয়েছে সুর,
আমার কান্না পৌঁছেনি সেথা বন্ধু অনেক দূর ।

নিদ হারানো জ্যোৎস্না রাতে তাকেই পড়ে মনে,
ফোনের কথায় মন ভরে না প্রাণবন্ধুর সনে।
তার আশাতে বুক বেঁধে রই মানে না সবুর,
আমার কান্না পৌঁছেনি সেথা বন্ধু অনেক দূর।।

বলেছিলে বন্ধু তুমি আসবে ফাগুন মাসে,
গাছে গাছে ফুল ফুটে রয় কৃষ্ণচুড়া হাসে।
তোমার আসার স্বপ্ন আমার ভেঙে হলো চুর,
আমার কান্না পৌঁছেনি সেথা বন্ধু অনেক দূর।।

(৩২১)

দুঃখের হাওয়ায় হারিয়ে গেছে সকল স্বপ্ন সুখ,
শিউলি ঝরার কান্না দেখে কেঁদেছে আমার বুক।

জীবনের গুন টেনে টেনে চলি পথতো হয়না শেষ,
কালের চক্রে হারিয়ে ফেলেছি ভালোবাসার রেস।
এখন আমার একা পথ চলা যতই বাধা আসুক,
শিউলি ঝরার কান্না দেখে কেঁদেছে আমার বুক।।

কতযে বাসনা কত যে আশা অকালে ঝরিয়া গেলো,
পথের মাঝেই পথ হারালাম হৃদয় শুন্য হলো।
বিমর্ষতায় ছেঁয়েছে হৃদয় বিষন্নতার দুঃখ,
শিউলি ঝরার কান্না দেখে কেঁদেছে আমার বুক।।

(৩২২)

আর বাজাসনে বিষাদ বেনু সয়না এ প্রাণে আর,
তোর কলঙ্ক মাথায় নেয়ার সাধ্য নেই আমার।

আর পারি না সইতে জ্বালা শুধুই দীর্ঘ শ্বাস,
বিরহ মোর গলার মালা সইছি কারো মাস।
অন্তর আমার আবেশিত অতৃপ্ত পাহাড়,
তোর কলঙ্ক মাথায় নেয়ার সাধ্য নেই আমার।

তুই কখনো দেখলি না রে আমার চোখের জল,
তোর কারনে কেঁদে কেঁদে শেষ এ দেহের বল।
হৃদয় আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহটা নিসাড়,
তোর কলঙ্ক মাথায় নেয়ার সাধ্য নেই আমার।।

(৩২৩)

মনের ঘরে বসত করো প্রভু দয়াময়,
তবুও তোমার পাইনা দেখা পরানে না সয়।

পোকায় কাটা দেহ আমার ধরে গেছে ঘুণ,
আমার দিলে বপন করো তোমার নুরের ভ্রুণ।
হৃদয় জুড়ে কেন প্রভু দুঃখের বাতাস বয়,
তবুও তোমার পাইনা দেখা পরানে না সয়।।

কোন সুদূরে মনটা হারায় তোমায় খুঁজে ফেরে,
দিন যেন মোর না গো প্রভু তোমায় ছেড়ে।
যত দূরেই থাকো তোমার কথা মাঝে রয়,
তবুও তোমার পাইনা দেখা পরানে না সয়।।

(৩২৪)

প্রভু তোমার ইশারাতেই আমার চলা বলা,
তবুও কেন দোজখ বেহেস্ত স্বর্গ নরক খোলা।

তবুও কেন ভালা মন্দের এমন বিচার করা,
তবুও কেন গরীব ধনী ভেদাভেদের ধরা।
তবুও কেন নানান ধর্ম পাপ পূণ্যের খেলা,
তবুও কেন দোজখ বেহেস্ত স্বর্গ নরক খোলা।।

তবুও কেন স্বপ্ন গুলো ভেঙে হয় চুর চুর,
তবুও কেন কষ্ট গাঁথা ছিন্ন বীনার সুর।
প্রভু আমায় শিখিয়ে দিও তোমার পথে চলা,
তবুও কেন দোজখ বেহেস্ত স্বর্গ নরক খোলা।

(৩২৫)

মায়ায় ঘেরা এই জগতে তোমার লীলা খেলা,
তোমার পথেই ভাসুক প্রভু আমার জীবন ভেলা।

আবেগী এই দিল সাগরে তোমার জন্য প্রেম,
আমার সকল ভালাবাসা তোমায় সপিলেম।
আমার রুদ্র জ্ঞানে প্রভু তোমার স্বপ্ন মেলা,
তোমার পথেই ভাসুক প্রভু আমার জীবন ভেলা।।

চিনিয়ে দাও গো তারে প্রভু মন্দ থেকে দুরে,
সবার জন্য মনের বীনা বাজুক মধুর সুরে।
এসেছি একেলা প্রভু যাবো ও একেলা,
তোমার পথেই ভাসুক প্রভু আমার জীবন ভেলা।।

(৩২৬)

তোমার কাছে অনুযোগ নেই, নেই কো অভিযোগ,
প্রভু আমি হই যেন গো একটা ভালো লোক।

উৎসর্গ তোমার তরে আমার যতো লেখা,
ইচ্ছে আমার দু'চোখ ভরে বিশ্বটাকে দেখা।
আমার হৃদয় খানা প্রভু নিরহংকার হোক,
প্রভু আমি হই যেন গো একটা ভালো লোক।।

হৃদয় আমার কোমল করো মিষ্টিভাষী কথা,
মানব প্রেমে মনে আমার জাগুক আকুলতা।
সইবার ক্ষমতা দিও দুঃখ কষ্ট শোক,
প্রভু আমি হই যেন গো একটা ভালো লোক।।

(৩২৭)

নিজের কাছেই প্রশ্ন প্রভু কোন পথেতে চলি,
কোন কথাতে সবাই খুশি কোন কথাটা বলি।

কোন বাতাসে পাব আমি বিশুদ্ধ প্রশ্বাস,
কোন আকাশে থাকো মনে তোমায় পাবার আশ।
কোন বাগানে গেলে পাব বাসনা গোলাপ কলি,
কোন কথাতে সবাই খুশি কোন কথাটা বলি।।

কোন হৃদয়ে হৃদয় দেব তাওতো নাহি জানা,
কোনটা সঠিক করতে পারি কোনটা আবার মানা।
চলার সুপথ সুগম কোনটা কোনটা সরুগলি,
কোন কথাতে সবাই খুশি কোন কথাটা বলি।।

(৩২৮)

নিরালাতে বসে প্রভু তোমায় যখন ডাকি,
হু হু বিষাদ বুকের ভেতর কষ্ট নিয়ে থাকি।

মনের আগুন দুর করো গো মালিক দয়াময়,
তোমায় পাবার আশা যেন আমার পুরণ হয়।
পাপ পূণ্যের হিসাব প্রভু তোমার কাছেই রাখি,
হু হু বিষাদ বুকের ভেতর কষ্ট নিয়ে থাকি।।

এই দুনিয়া বড়ই জটিল সহজ করে দাও,
সকল সময় আমায় তুমি পূণ্য পথে নাও।
ইচ্ছে আমার পরিবারের সবকে ভালো রাখি,
হু হু বিষাদ বুকের ভেতর কষ্ট নিয়ে থাকি।।

(৩২৯)

অহংকার থেকে থেকে আমায় রক্ষা করো প্রভু,
মহান স্রষ্ঠা তোমায় আমি যেন ভুলিনা যেন কভু।

আমি যেন হইনা কারো কাছে অপমান,
এপার ওপার দুই পারেতে রাখিও সম্মান।
কাউকে ধোকা দেইনা যেন করিনা আঘাত,
ভালো কাজে ব্যস্ত থাকি প্রতিদিন রাত।
বিচ্যুত করোনা তোমার পথ থেকে কভূ।।

প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন পাপ থেকে রাখো দূরে
মনে বাজুক শান্তি বিনা সুমধুর সুরে
খেয়াল খুশি মত চলে ও বিপথে না যাই
আমার জীবন চলায় যেন তোমার দয়া পাই
তত্র জ্ঞানী মহাজ্ঞানী কষ্ট দিওনা কভু ।।

(৩৩০)

তোমার যত নিষেধ আছে চাইনে আমি তা
প্রভু তুমি ক্ষতিগ্রস্ত আমায় করো না ।

জীবিকা দিও যেন আমার জীবন বাঁচে
সচ্ছলতা চাইগো প্রভু আমি তোমার কাছে
তোমার প্রতি বিশ্বাস মোর হয় কভু হারায় না ।।

চাইনে আমার দ্রাক্ষলতা লাল সরাবের পানি
তোমার দেয়া পানি আমার বাঁচায় জীবন খানি
তোমায় পাওার নেশা ছাড়া নেশা বুঝি না ।।

(৩৩১)

বিপদগামী করো আমায় প্রভু দয়াময়
তোমার নির্দেশী পথেই মরন যেন হয়

আকাশ মাটি টানির মাঝে সৃষ্টি নিদর্শন
সে সব দেখেই প্রভুর প্রতি আত্ম সর্ম্পন
কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে হইনা যেন লিপ্ত
কারো প্রতি যেন প্রভু হইনা কভু ক্ষিপ্ত
তোমার প্রতি আমার হৃদয় অটুট বিশ্বাসময় ।।

আমার জীবন চলার পথে স্বাধীনতা দিও
শৃঙ্খলতা থেকে আমায় মুগ্ধ কওে নিও
বুদ্ধিমত্ত্বা দিও আমায় অজ্ঞতা দূর কর
ঝড় ঝাঞ্ঝার জীবন থেকে তুমি রক্ষা কর
অন্ন বস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা থাকার জায়গা হয় ।।

(৩৩২)

জীবিকায় দিও প্রভু কাজের সুযোগ
অন্য কারো সম্পত্তি না করি ভোগ
নিরু পায় করো না আমায় চলার শক্তি দাও
সবার জন্য মিষ্টি কথা বলার শক্তি দাও
অপরাধী না হই যেন না হয় কষ্ট ভোগ ।।

জীবন বোধ হয় যেন মোর সহজ সরল
মানুষ ভালোবাসার জন্য দিও শক্তি বল
সুস্থ্য দেহে রেখো আমায় হয়না কঠিন রোগ ।।

(৩৩৩)

এক আল্লাহ তোমায় যেন আমি আপন করি
প্রার্থনা আমি প্রভু সদাই তোমায় স্মরি ।।

অনুসরন করি যেন তোমার দেয়া পথ
সারা জনম আমি যেন মানুষ থাকি সৎ
পিতা মাতার সাথে যেন করি সদ্ব্য ব্যবহার
তোমার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই আমার
নিষিদ্ধ যা করেছো প্রভু সেই কাজ না করি ।।

জানা ও অজানা আমার যত আছে পাপ
দয়াল তুমি সে সব গুনাহ করে দিও মাফ
ন্যায্য ভাবে জীবন চলুক ন্যায্য পথে চলি
কষ্ট দিয়ে কাউকে যেন কথা নাহি বলি
জীবন সংসার দিও আমায় সুখ শান্তি ভরি ।।

(৩৩৪)

ঠকাই না যেন কাউকে আমি করি না মিথ্যাচার
ক্ষমা করো আমায় প্রভু যখন শেষ বিচার ।

ভ্রান্ত পথে দিওনা গো পথের দিশা দাও
আমার বলা না বলা সব দেখতে তুমি পাও
তোমার নেশায় বুদ হয়ে রই ডাকি হাজার বার ।।

সুস্থ্য মৃত্যু দিও আমি ভয় যেন না করি
জীবন নামের সরাই খানা সুখে দিও ভরি
তুমি ছাড়া বিশ্ব ভবে প্রভু নেই যে আর ।।

(৩৩৫)

মেঘের সাথে মেঘের যুদ্ধ হঠাৎ বজ্রপাত
মেঘের কাঁন্না হয়ে ঝরে অমর বৃষ্টিপাত

মেঘের দেশেই নিও প্রভু তোমায় খুঁজে পেতে
সহজ করে দিও এই পথ তোমার কাছে যেতে
তোমার প্রতি আছে প্রভু অগাধ বিশ্বাস
তোমার সাথে মিলন হবে এটাই মনে আশ
অদৃশ্য মান প্রভু তোমায় স্মরি দিন রাত ।।

নিরাকার হয়েও তুমি আছো আমার মনে
পাঁচ বেলাতে কথা বলি আমি তোমার সনে
মহা শাস্তি থেকে তুমি রক্ষা করো প্রভু
অন্তর থেকে তুমি যেন না চলে যাও কভু
মিথ্যাচারী না হই যেন ওগো দয়ার নাথ ।।

(৩৩৬)

ফিৎনা ফ্যাসাদ থেকে আমায় রাখো তুমি দূরে
তোমায় যেন ডাকি দয়াল সব চেয়ে মধুর সুরে।।

ভ্রান্তপথে না যাই যেন সঠিক পথে নাও
আমার এ ডাক প্রভু তুমি যেন শুনতে পাও
তোমায় পাবার জন্য আমার হৃদয়টা যায় উড়ে ।।
তোমায় যেন ডাকি দয়াল সব চেয়ে মধুর সুরে।।

বেহুস আমি তোমার পাগল তোমার ধ্যানেই মাতি
সুখ শান্তি পাই যেন গো সকল মানব জাতি
তোমায় না পেলে প্রভু আমার হৃদয় পুড়ে ।।
তোমায় যেন ডাকি দয়াল সব চেয়ে মধুর সুরে।।

(৩৩৭)

দয়াল তুমি রেখ আমায় তোমার ছায়া তলে
আমার বুকে কেন দয়াল তুষের আগুন জ্বলে।

অন্ধকারে আছি দয়াল আলোর পথে নাও
আমার জীবন এলো মেলো সুষ্ঠ করে দাও
তুমি আমার প্রতি পালক তুমি অমার প্রভু
হাজার বিপদ আসুক তোমায় স্মরন করি তবু
তোমার কথা মনে আসে শুধু পলে পলে ।।

তোমার প্রতি আমার যেন না হারায় বিশ্বাস
ওগো দয়াল তুমি আমার প্রতিটা নিঃশ্বাশ
পথ ভ্রষ্ট হইনা যেন মালিক দয়া ময়
তোমার পথেই আমার যেন চির বিদায় হয়
আমার প্রতি যেন দয়াল তোমার হৃদয় গলে ।।

(৩৩৮)

আত্ম বিশ্বাসী কর প্রভু দয়াময়
তোমার পথে চলেই যেন তোমার দেখা পাই ।

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যেন তোমার দেখা পাই
নিরাকার প্রভু তোমার নুরের দেখা চাই
সত্য ত্যাগি না হই যেন বিভ্রান্ড় করোনা
সৎ পথে ব্যস্ত রব না করি যেন গুনাহ
আমার বুকের মধ্যে তোমার অস্তিত্ব রয় ।।

শান্তি দিও আমায় প্রভু সুখের পরশ চাই
ক্ষতিগ্রস্থ হইনা যেন তোমায় যেন পাই
সাত আকাশে সাজানো যে তোমারই বাগান
আমার হৃদয় করো না গো ভেঙে খান খান
অশান্তি না ঘটায় প্রভু দন্দ নাহি হয় ।।

(৩৩৯)

সত্যবাদি কর আমায় মহান হৃদয় দাও
অদৃশ্য প্রভু তুমি আমার খবর নাও ।

মহা জ্ঞানী তোমার জ্ঞানের একটু পরশ দাও
অহংকার করার আগে আমায় তুলে নিও
কেয়ামতের দিনে আমায় পার করিয়া নাও ।।

সত্যবাদি কর আমায় মহান হৃদয় দিও
দুঃখ কষ্ট সইতে পারি এমন শক্তি দিও
ভুলত্রুটি শুধরে দিয়ে সরল পথে নাও ।।

(৩৪০)

ক্ষমা কর প্রভু আমার যত আছে ভুল
জীবনটাকে বানিয়ে দাও বেহেস্তেরই ফুল

পদস্খলন না ঘটে যেন প্রার্থনা মোর তাই
আত্ম বিশ্বাস দিও তুমি তোমায় আমি চাই
আমারই অনুগ্রহেতে আমার বসবাস
আমার ভালোবাসার তুমি ফুলেরই সুবাস
তোমার জন্য যেন সদাই থাকি গো ব্যাকুল ।।

প্রভু তুমি পবিত্র আর তুমিই মহান
পৃথিবীতে রেখো আমার মান সম্মান
অহংকার দিওনা আমায় নম্র যেন হই
মিথ্যা কথা কারো সাথে আমনা যেন কই
তোমার অনুগ্রহ পাবার আশায়. যে ব্যাকুল ।।

(৩৪১)

মনের যত ভয় প্রভু দূর করে দাও সব
ধৈর্য দিও বুকে বাজুক প্রনের কলরব ।

তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ রই তুমি দয়া ময়
তোমার উপাসনাই প্রভু জগত আলো ময়
প্রভু আমায় দেখে রেখ একুর ওকুল সব ।।

ধৈর্য দিও বুকে বাজুক প্রানের কলরব
কালের চক্রে আমি যেন হারিয়ে না যায়
একদিন না একদিন যেন প্রভুর দেখা পাই
দুই দিনের এই পান্থশালায় প্রভুই আমার সব
ধৈর্য দিও বুকে বাজুক প্রানের কলরব ।।

(৩৪২)

সংযত রাখিও আমায় পরম দয়াময়
তোমার পথেই থেকে আমার জীবন চলা হয়

জুলুম আমি না করি যেন অন্য কারো সাথে
আমার হৃদয় যেন তোমার প্রার্থনাতেই মাতে
অনটন গ্রস্থ যেন হই না কো জীবনে
সচ্ছলতা দিও তুমি শান্তি দিও মনে
দূর করে দাও আমার মনের দুঃখ কষ্ট ভয় ।।

অজ্ঞতা মোর দূর করে দাও জ্বালো জ্ঞানের আলো
সুস্থ্য যেন থাকি আমার শরীর থাকে ভালো
খুশি রেখ মনটা যেন তোমায় ডাকতে পারি
আমার কলবে তোমারই নাম থাকে যেন জারি
তুমি আমার প্রতি পালক তুমিতো আশ্রয় ।।

(৩৪৩)

কাজের সুযোগ দিও প্রভু ব্যস্ত থাকি কাজে
দয়া মায়া দিও তুমি আমার দিলের মাঝে

ঈর্ষা মূলক কাজ যেন কখনও না করি
শেষ বিচারে পানে যেতে আলোর পথ ধরি
তোমার কথায় শুধুই আমার মনের মধ্যে বাজে ।।

তুমি বিশ্ব পিতা প্রভু তোমার তো নাই ক্ষয়
তোমায় ভালো বাসি প্রভু তোমায় করি ভয়
ভবের হাটে প্রেমের বেচা কেনা বুঝি না যে।।

(৩৪৪)

পরাক্রম শালী প্রভু ক্ষমার আধার
বিশ্বস জগত প্রতি পালক তুমি যে আমার ।

তোমার করেছি যে আত্ম সমর্পন
তোমার কাছে প্রার্থনা মোর বড় করো মন
তোমার উপাসনায় আমি ব্যস্ত হয়ে রই
আমার সকল মনের কথা তোমার সাথে কই
তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই তো আর ।।

তোমার কাছে তুলি দুই হাত ফিরিয়ে না দিও
আমার মনের ইচ্ছে গুলো পূরন করে নিও
জেনে শুনে বুঝে তোমায় করেছি গ্রহন
তুমি সর্বে সর্বা প্রভু মহান তোমার মন
তোমার কথা আামার মনে পড়ে বার বার ।।

(৩৪৫)

প্রভু আমায় আশীর্বাদ দয়া বর্ষন করো
তুমি আমার না হলে প্রভু হৃদয় জরো জরো ।

আকাশ মাটি পানি সবই তোমার দয়ার দান
জটিল নয় সহজ সরল করো আমার মন
এহান বিশ্বে যা কিছু রয়েছে তুমিই সব চেয়ে বড় ।।

প্রার্থনা ছাড়া তোমায় দেবার নেই তো আর
দুঃখ ভোলাও সুখ ময় কর এ সংসার
শান্তিময় হোক বিশ্ব শান্তিময় হোক ঘরও ।।

(৩৪৬)

কল্যান ময় করো প্রভু আমার জীবন
দুঃখ নয় খুশি দিয়ে ভরো অমার মন

অভাব থেকে দূরে রাখো পথের দিশা দাও
আমায় তুমি সৎকর্মে সামিল কওে নাও
দন্দ থেকে দূরে রাখো জুলুম না যেন করি
তোমায় আমি পাঁচ বেলাতে করি গো স্মরন ।।

পার্থিব জীবন হোক মন মূগ্ধকর
বাঁধতে পারি একটা যেন শান্ড়ি সুখের ঘর
সর্ব শক্তিমান থাকি তোমার অপেক্ষায়
মৃত্যুও পর বেহেস্তেতে নিও গো আমায়
জীবন জীবিকা কর সরলী করন ।।

(৩৪৭)

ক্ষুধা এবং দারিদ্রকে রাখো প্রভু দূরে
মসের মধ্যে সুখের বীনা বাজুক মধুর সুরে

বিচলিত হই না যেন উৎফুল্ল রই
সবার সাথে মিষ্টি ভাষায় যেন কথা কই
সুখ বিছায়ে দিও প্রভু দুঃখ যাক না উড়ে ।।

এমন আখি দিও প্রভু খারাপ না দেখি
ভালো পথে চলে যেন জীবন কাব্য লেখি
জীবন ভিজাও শান্তি রসে সুখী হৃদয় ফুড়ে ।।

(৩৪৮)

যুদ্ধ চাইনা প্রভু আমার শুধুই শান্‌ড়ি চাই
সবার মনে প্রেম ঢেলে দাও ধৈর্য যেন পাই ।

ত্যাগই আমার বড় ধর্ম ক্ষমার চর্চা করি
নিষ্ফল করোনা প্রভু শান্তি নিয়া মরি
যার যার ধর্ম তারা পালনে হোক সুখি
আমার কারনে কেউ যেন না হয় প্রভু দুখী
তোমার কথা মত চলি বেহেস্তের আশায় ।।

কারো ক্ষতি করি না যেন দাও এমনই মন
হিত কর্ম করি যেন আমি সারাক্ষন
জীবনটাকে চমৎকৃত করে দিও প্রভু
আমার পদস্খলন যেন না ঘটে যায় কভু
তোমার অনুগ্রহ যেন সারা জীবন পাই ।।

(৩৪৯)

শোভন আমার জীবন জীবিকা দানকর
গুনে জ্ঞানে আমায় তুমি মানুষ কর বড় ।

সংযত হয়ে চলি পরের সেবা করি
জীবন জয়ে নিশান যেন শক্ত হাতে ধরি
কাজের ক্ষেত্রে সহজ কর সহজ কর ঘরও ।।

তোমার পথেই থাকি যেন সদাই মাতোয়ারা
আমার ডাকে প্রভু আমার দিও তুমি সাড়া
তোমায় যেন না ভুলে যায় হাজার কাজের পরও ।।

(৩৫০)

দয়াল আমায় মহা দোষে দোষী কইরো না
মাফ করো গো দয়াল তুমি আমারই গুনাহ ।

প্রবল শক্তি মান তোমার সকল নিদর্শন
দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে করি সমর্পন
শান্তি স্থাপন কর প্রভু তোমার সৃস্টি মাঝে
ন্যায় সংযত আচরণ করবো সকল কাজে
প্রভুর সিমা রেখা যেন লঙ্ঘন করি না ।।

আমার ক্ষুদ্র জীবনেতে তোমার ধর্ম পাই
চেষ্টা করে চর্চা করে বিধান মেনে যাই
মৃত্যু ভয় থেকে আমায় মুক্ত করো প্রভু
মঙ্গলময় জীবন দিও দুখ দিও না কভু
পূন্যে যেন ভরা থাকে াামার এ আত্মা।।

(৩৫১)

দুই দিনের এই দুনিয়াতে আমি মুছাফির
যে কই দিনেই বাঁচি প্রভু দিও সুখের নীড়

মনের বিষাদ দূর করে দাও হৃদয় থাক সুখে
মানুষেরই ভালোবাসায় ভরে থাকুক বুক
উশৃঙ্খল না হই যেন হই শান্ত ধীর ।

কারো প্রতি করি না যেন কোন অভিমান
স্বচ্ছল করিও আমায় চাইনে বিত্ত শান
পার করিও দয়াল প্রভু যতই থাকুক ভিড় ।

(৩৫২)

হাজার ফুলের সুবাস নিয়ে প্রভুর এই ভুবন
হাজার জীবন প্রদিপ জ্বলে নেভে সারাক্ষন ।

হাজার প্রেমের গল্প গাথা হাজার দুঃখ শোক
হাজার তারায় ভরা তোমার এ বিশ্ব ভুলোক
মরুর বুকে লুটিয়ে পড়া হাজার বালু কনা
তোমার আমার স্মৃতি হাজার জুড়ে আছে মন ।।

বুকের বাগান জুড়ে আছে হাজার ও গোলাপ
জীবন জুড়ে হাজার কথা হাজারো আলাপ
প্রভুর প্রেমই সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে অতুল
সেই প্রেমেতেই মেতে থাকি করিন যেন ভুল
হাজার স্মৃতি জুড়ে আমার মনের বন।।

(৩৫৩)

প্রভুর প্রেমে মূগ্ধ আছি হাজার কোটি লোক
সবার মনে প্রেম ঢেলে দাও শান্তি সবার হোক ।

নীল কার্পেট আকাশ কাঁদে হাজার বৃষ্টি কনা
তোমার প্রেমের বৃষ্টি দেখে হয়েছি আনমনা
দুঃখ যেন সইতে পারি সইতে পারি শোক ।।

হাজার সৃষ্টি তোমার দেয়া তুমি আপন জন ।
নানান রকম ফুল সুবাসে ভরে রেখ মন
জ্ঞানের আলো দান করিও খুলে দিও মন ।।

(৩৫৪)

দয়াল তুমি চড়িয়ে দিলে তোমার পানশী নায়
জানিনা তো ভেসে চলেছি কোন সে অজানায় ।

তোমার পথের পাগল আমি তোমার কথায় নাচি
দয়াল আমায় শান্তি দিও যত কালই বাঁচি
অন্ধকারে আছি দয়াল আলোর প্রদীপ জ্বালো
স্বপ্ন পুরন করো প্রভু আমায় রেখো ভালো
তোমায় আমি ভেবে থাকি আমার কল্পনায় ।।

ঘাটে ঘাটে রঙের মেলা জমছে বেচা কেনা
কারো কাছেই প্রভু আমার না থাকে যেন দেনা
হাজার কোটি লোকের ভীড়ে হারিয়ে না যাই
আমার দিকে নজর দিও তোমার দৃষ্টি চাই
তরনীতে গাইবো আমি চন্দ্র জ্যোৎস্নাময় ।।

(৩৫৫)

মনের আঁধার দুর কর তুমি ওগো প্রভু দয়াময়
তোমার সঙ্গে একদিন যেন আমার মিলন হয় ।

দুই দিবসের পান্থশালায় আমি পথিক জ
তোমার জন্য প্রার্থনাতে চাইযে তোমার মন
ফুটুক আমার মনের গোলাপ সুবাসিত যেন হয় ।।

লোকে আমায় যে যাই ভাবুক তোমার কাছে চেনা
তোমার কাছে প্রভু আমি চির কালের চেনা
তোমায় প্রভু ভালোবাসি তোমায় করি ভয় ।।

(৩৫৬)

আমার এই মন করিছে স্মরন প্রভুজী তোমারই কথা
জীবনে জাগুক রঙিন ফাগুন তোমারে ডাকিব যথা ।

এনের পাখিটা গাইবে গজল তোমারই প্রেমের গান
তোমারে ডাকিলে দুখ ভুলে যাই জুড়ায় আমার প্রান
অনিশ্চতি এই জীবনে তুমি মোর আকুলতা ।।

আমার দেহের কোষের ভিতরে লেখা যে প্রভুর নাম
প্রভু আমার তৈরী করেছো তুমি এই ধরাধাম
তুমিই প্রভু দুর করো যত হৃদয়ের ব্যাকুলতা ।।

(৩৫৭)

তোমার কাছেই আমার প্রভু সকল অভিমান
তোমার স্মৃতি গনের কষ্ট করিও পরিত্রান।

বন্ধ করিও ধ্বংস যুদ্ধ বুকেতে জাগাও প্রেমে,
আমার আত্মা আমার সত্বা তোমাকেই সপিলেম
দুঃখ ভোলা গান গাই প্রভু জুড়াও আমার প্রান ।।

তোমারে ডাকিবো হাজার ধরনে হাজার কথার মাঝে
তোমারে ডাকিব প্রতি নিঃশ্বাসে প্রতিটা সকাল সাঁঝে,
তোমায় না পেলে বুকটা আমার ভেঙে হবে খান খান ।।

(৩৫৮)

প্রভু তোমার ধুলির ধরায় কাটবে যে কয় দিন
উচ্ছল রাখো জীবন আমার করিও না মলিন ।

দিলের ভিতর ফুটুক প্রভু হাজার প্রমের ফুল
মাফ করিও প্রভু আমার যত ত্রুটি ভুল
তোমার কাছেই আমার দেনা আমার যত ঋন ।।

মনের ভেতর বীজ বুনে দাও পূন্য কাজের তরে
বারুদ হয়ে জ্বলে উঠুক পাপ ধ্বংস করে
তুমি আছো আমার বুকের ভিতরে অসিন ।।

(৩৫৯)

তোমার মহা সৃষ্টি যেন প্রভু জগত আলোড়ন
মুসাফিরে প্রার্থনাকে করিও গ্রহন।

জীবন যেন স্বরলিপি নয় তো হেলাফেলা
কয় নিশীথের জীবন নিয়ে করছো প্রভু খেলা
আমি তোমা তুচ্ছ সৃষ্টি হে প্রতিপালক
এই বিশ্ব ব্রাহ্মন্ডের তুমিই তো চালক
তুমি আত্মার পথের দিশা হে মহাজন ।।

ছিল মলিন তোমার এ দাস তোমায় ডেকে যায়
বুকের মধ্যে হাজার স্বপ্ন বাতাসে মিলায়
আমার মনে সুবাস খুঁজি, খুঁজি তোমার নূর
জানি প্রভু আমায় যেতে হবে বহু দূর
আমি তোমার প্রেমে ভিখারী করি যে স্মরন ।।

(৩৬০)

প্রভু তোমার উপমা নেই, নেই কো তুলনা
প্রবল ইচ্ছা তোমায় পাবার নিরাশ করো না ।

শ্বেত কফিনে চড়ে প্রভু তোমার কাছে যাবো
আশা রাখি একদিন তোমার নূরের দেখা পাব
ওগো প্রভু তোমার পথেই দিও চারনা ।।

নীল কার্পেট আকাশ খানি যেমন বিশাল বয়
আমার হৃদয় যেন প্রভু তেমন বড় হয়
আমার প্রতি দয়াল তুমি করো করুনা ।।

(৩৬১)

প্রাচুর্যময় জীবন চাইযে সচ্ছলতা দিও
দয়াল তুমি এই অধমকে দিনের পথে নিও ।

স্মৃতির দুয়ার খোলা আমার যাইনি কিছু ভুলে
কষ্ট জীবন দূর করো প্রান ভরিও ফলে ফুলে
সবর্জ্ঞ প্রভু আমার রাখিও মোর মান
তোমার সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত প্রান
আমার যত শোক অশ্রু জলে ভাসিয়ে নিও ।।

আমি যেন হতে পারি একটা ভালো লোক
ভালো মানুষ হিসেবেই আমার মরন হোক
নিশির শিশির দিও বুকে তৃপ্ত কর হিয়া
আমার বুকের ভালোবাসা প্রভুর লাগিয়া
শুকিয়ে যাওয়া অশ্রু আমার বিলীন করে নিও ।।

(৩৬২)

এমন যাদু দিও প্রভু আমার দুটি ঠোঁটে
সবার জন্য শুধুই মিষ্টি কথা ফোটে ।

মনের মধ্যে ঘৃনা নহে ভালোবাসা রয়
তোমার সৃষ্টি ভালোবেসে জীবন যেন বয়
যে কয়টা দিন বাঁচি প্রভু অন্ন যেন জোটে ।।

তোমার তরে গাঁথবো প্রভু ভালোবাসার মালা
বুকের ভিতর শান্তি দিও, দিও না গো জ্বালা
কারো পর মুখাপেক্ষী না হই যেন মোটে ।।

(৩৬৩)

বুকের ভিতর জীবন ঘুড়ি নাটাই প্রভুর হাতে
তোমার ইশারাতেই চলছি আমি দিনে রাতে ।

যেমন করে বলতে বলো উড়াই তোমার বুলি
দিনের পথেই নিও প্রভু তোমায় না যেন ভুলি
সোনার ফ্রেমে বাসন্তি রাত চাইনি তোমার কাছে
প্রভুর তরে আমার বুকে ভালোবাসা আছে
তোমার নামে দিন শুরু হয় প্রতি দিনই প্রাতে ।।

আমার দিলে সুবাস দিও বিলাই তা সকলে
আমার দেহ আমার এমন তোমারই দখলে
তোমার বারন মেনে চলি তোপমার আদেশ তাও
আমায় শান্ত করো প্রভু অভিমান ভুলাও
কারো সাথে উচ্চ স্বরে কথা কই না যাতে ।।

(৩৬৪)

তোমার প্রেমে নিঃস্ব হব ওহে মহা জ্ঞানী
একটু জ্ঞান দান করো তোমায় আমি মানি

তোমার জন্য যেতে পারি আমি তেপান্তর
স্বচ্ছ কর প্রভু তুমি আমার এ অন্তর
তোমার জন্য বইল আমার নোনা চোখের পানি ।।

তোমার স্বর্গ পাবার তরে মনে বড় আশা
সেখানে গিয়ে করবো আাম শান্তি সুখের বাস
তোমার নুরে ভরিয়ে দিও আমার হৃদয় খানি ।।

(৩৬৫)

সফল জীবন দাও গো প্রভু সরল জীবন দাও
আমি অধম আমায় তুমি আপন করে নাও ।

এই জীবনের হিসাব খাতায় আমার যত পাপ
মহান প্রভু দয়ার সাগর আমায় কর মাফ
বিশ্ব বাগান ভরা প্রভুর নানান রঙের ফুল
তোমার বিধান মেনে চলি না করি যেন ভুল
তোমার সৃষ্টি কষ্ট দিয়ে তুমি কি সুখ পাও ।।

অল্প শোকে না হই কাতর সওয়ার শক্তি চাই
জ্ঞান সাধনার ইচ্ছা দিও তোমায় যেন পাই
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তোমার দয়ার দান
তোমার প্রতি নেই যে আমার কোন অভিমান
ক্ষুদ্র আমার এই জীবনে স্নিগ্ধ হাওয়া বাও ।।

(৩৬৬)

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা প্রভুর দয়ার দান
দরাজ গলায় তালে তালে গাই তোমারই গান ।

শোকর গোজার করি আমি সুখে আছি বলে
তোমার কাছে ফিরবো প্রভু আমি সময় হলে
সারিয়ে তোর আমার মনের কষ্ট মাখা ঘা
কেমন করে পাব প্রভু তোমার ঠিকানা
জীবন নামের এই বৃক্ষেতে দিয়ে ছো যে প্রান ।।

মনের মধ্যে প্রভুর জন্য সুবাসিত ফুল
জীবন চলার পথে প্রভু না করি যেন ভুল
কালের স্রোতে সবই হারায় মৃত্যু অবশেষ
তোমায় প্রভু বুকে নিয়ে হবো নিরুদ্দেশ
এই জীবনে ঝিলিক দিও না হই যেন ম্লান ।।

(৩৬৭)

বুকে আছে নোনা সিন্ধু হাজার অভিমান
দয়াল আমায় পার করো গো দিও পরিত্রান ।

অন্তরেতে বাইতেছে পাপ পূন্যের ঝড়
প্রভু আমার হয়না যেন ঈমান নড়বড়
পাপকে যেন দমন করি পূন্যের হোক জয়
মনের বাগান উদার কর প্রভু দয়াময়
শক্তি দিও কলমেতে লিখবো তোমার গান ।।

জীবন যেন মায়ার খেলা কেউ কাঁদে কেউ হাসে
সুখ দুঃখে দয়াল তুমি থেক আমার পাশে
মনের মধ্যে আসেনা যেন কোন অহংকার
বুকের মধ্যে জেগে উঠুক দয়ার পরাবার
সুবাসিত কর প্রভু আমার সরল প্রান ।।

(৩৬৮)

দয়াল আমায় গড়ে তোল চরম সহনশীল
তোমার জন্য সদাই খোলা তেমার দাসের দিল।

চাঁদের আলো শীতল ঝিলে দেখতে সুমধুর,
আমার হৃদয় উদার কর বিশাল সমুদ্দুর।
বৃথাই যেন হয়না আমার কোন অশ্রুপাত,
দুখের দিনে দয়াল তুমি দিও আমার সাথ
আমার বুকেও দয়া দিও, তুমি ক্ষমাশীল।।

একটুকু ঠাই দিও আমায় একটা ছোট নীড়ে
খুঁজে নিও দয়াল আমায় কোটি লোকের ভীড়ে
তোমায় পেলে জীবন ধন্য তাইতো তোমায় খুঁজি
তোমায় ডাকার পরে আমি রাত্রিতে চোখ বুজি
সদাই স্মরন রাখি দয়াল মানুষ মরন শীল ।।

(৩৬৯)

প্রভু আমার ভুল পাপ পুড়ে হোক খাক
পুন্য শুধু আমার বুকে স্বচ্ছ হয়ে থাক

তোমার জন্য রইলো আমার সকল প্রসংশা
আমার মনে রই না যেন কোন হিংসা
স্বচ্ছল করিও আমার জীবনের বাঁক ।।

দেহ আমার সোনার খাঁচা সুস্থ্য রাখ পাখি
সেই খাঁচার পাখি তোমায় শুধুই যাবে ডাকি
সুখি করো আমার জীবন পুড়ে না হয় খাঁক ।।

(৩৭০)

আমার গানের পান্ডু লিপি প্রভুর জন্য লেখা
আমার প্রার্থনায় যেন পাই তারই নূরের দেখা ।

পাপ মোচন করো তোমায় বোঝার শক্তি দাও
কালের স্রোতে সুস্থ রেখে জীবনকে ভাসাও
আমার পাশে আছ তুমি ছায়ার মতন
প্রভু আমায় দয়ালু কর বড় কর মন
তোমার সকল নির্দেশ যা হয় যেন মোর শেখা ।।

তুমি আমায় নাচাও তাইতো নাচি তোমার তালে
আমাকে জড়িয়ে নিও ভালো বাসার জালে
স্বস্তি শান্তি এবং সুখের নাগাল দিও
আমার কান্না কষ্ট যত তুমি তুলে নিও
আমার সাথে তোমায় ডাকে অবুঝ বনের কেকা ।।

(৩৭১)

আমার জীবন শোভণ কর শিল্পীত এক প্রান
দূর করে করে দাও হৃদয় মৃত্যু অভিমান ।

অট্রালিকা চাইনে আমি চাইনে তাজ মহল
ছোট একটা আশ্রয় দাও, দাও গো অন্ন জল
মনের মধ্যে আমার প্রভু তুমি আছো একা ।।

(৩৭২)

শিশির জড়ানো ঘাসের উপর কেঁদে ফেরে ছোট ফুল
পায়েতে মাড়াবে কত লোক সেথা কি ছিল তাদের ভুল ।

আমি কেঁদে মরি প্রভুর বিহনে না পাই তাহার দেখা
অভিমানি মোর কলম কাঁদিছে তাই তার তরে লেখা
ছিন্ন আমার মনন মানষ আত্মা আমারে চাই
অর্থহীন এই জীবন আমার যদি প্রভুরে পাই ।
প্রভুই সর্বস্রেষ্ঠ মালিক আমি যে দাস তুল ।।

সুর্যদয়ের প্রতিটি দিন আর আধার মায়াবি রাত
প্রার্থনা করি প্রভুওে পাইতে তুলিয়া যে দুই হাত
দেখেছো কি তমি প্রভু দয়াময় আমার অশ্রুপাত
প্রতি পালক হে চির মহান থাকিও আমার সাথ
তোমার সৃষ্টি মাপি কি সাধ্য ওগো প্রভু অতুল ।।

(৩৭৩)

তোমাকে ভোলার সাধ্য আমার হবে না গো কোন দিন
পরম খুশিতে রাখিও দিলটা করিও না মলিন ।

প্রতিদিন আমি ঘুরিয়া ফিরিছি শহরের অলি গলি
এর মাঝে প্রভু সময় করিয়া তোমাকেই ডেকে চলি
পলে পলে ভাবি তোমার কথায় ভেবে থাকি রাত দিন ।।
পরম খুশিতে রাখিও দিলটা করিও না মলিন ।

তোমার প্রতি রয়েছে আমার পূর্ন বিশ্বাস
কাউকে আমি না দেয় যেন মিথ্যা আশ্বাস
জীবনটাকে দুঃখের মাঝে না কইরো মলিন ।।

(৩৭৪)

মধুর বিধুর কত কথা প্রভু তোমার সাথেই বলি
তোমার করূনা ভিক্ষা করি গো তোমার পথেই চলি ।

কত স্মৃতি আছে সুখ দুঃখের জীবনের বাঁকে বাঁকে
তোমারই সন্তুষ্টির তরে আমার ইচ্ছা থাকে
তোমার বিয়োগে সকলেই বিফল তোমাকে পেলেই জয়,
মায়ার সাগর দয়ার সাগর ওগো প্রভু দয়াময় ।
বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠুক তোমার প্রেমের কলি ।।

আমার ঘরের ফাঁক ফোকওে প্রার্থনা মোর ঘোরে
তোমার আরশে পৌছায় কি তা বঝবো কেমন করে ?
দুই হাত তুলে কাঁদিয়া জনম করিলাম আমি পার
প্রভুর সঙ্গে আমার মিলন হবে কি কখনও আর ?
আমার জীবন পূর্বেতে উঠিয়া পশ্চিমে যাবে ঢলি ।।

(৩৭৫)

কোন পথে বল তোমায় ডাকি কোন পথ প্রভু খাঁটি
নাকি ভুল পথে তোমাকে ডাকিয়া করেছি জীবন মাটি ।

বর্তমানই শ্রেষ্ঠ সময় তোমাকে ডাকিবার
সঠিক পথে চালাও প্রভু ভুল যেন না হয় আর ।
তোমার দয়ার বর্ষনে হোক জীবনটা পরি পাটি ।।

তোমার তীরেতে ভিড়ায় ও প্রভু আমার পানশী নাও
সব কাজে তুমি করিও সফল বিজয়ের তাজ দাও ।
সুপথে চালাও আমার যেন শ্রদ্ধা জীবন কাটি ।।

(৩৭৬)

দেহ ঘাড়ি চলছে প্রভু একদিন হবে বন্ধ
ভাল মানুষ কর আমায় কইরো গো মন্দ

দুই দিবসের এই দুনিয়ায় আমরা পথিক জন
সুখ দূঃখ মিলেই মোদের গীতল জীবন
মাটির কাছে আছে মোদের শত হাজার ঋন
বুকে বাজুক সকল সময় অনেক সুখের বীন
মনে থাকুক সকলের উচ্ছাস আনন্দ ।।

স্বপ্নে আছো প্রভু আমার সাত আনমান পারে
তোমার প্রেমে আছি অধম চিনিও আমারে
বিশ্ব নামের এই বাগানে আমি ক্ষুদ্র জন
দেহ আমার ভালো রাইখো ভালো রাইখে মন
এই জীবনে থাকুক আমার ভালোবাসার ছন্দ ।।

(৩৭৭)

ক্ষনস্থায়ী এই জীবনে মধূর বিধুর স্মৃতি,
আমি যেন মেনে চলি প্রভুর দেয়া নীতি।

মৃত্যু নাকি জীবন মহান আমার নেইতো জানা,
তোমায় ভালোবাসবো প্রভু আমি যে একটানা।
যেমন আছি ভালোই আছি ভালোই রেখ আমায়,
তোমায় ডাকা থেকে প্রভু কেউ যেন না থামায়।
তোমার জন্য গেয়ে যাব প্রার্থনারই গীতি।।

স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া দিও আমার নিঃশ্বাসে,
চিরদিনই রইবে তুমি আমার বিশ্বাসে।
বৃথা না যায় তোমার তরে আমার অশ্রুপাত,
পাঁচ বেলাতেই তুলে থাকি তোমার তরে হাত।
জগত জুড়ে প্রভু তোমার রয়েছে সুখ্যাতি ।।

(৩৭৮)

প্রভুর তরে প্রার্থনাতে গাইবো সুরে গান,
কি পাব আর কি পাব না জানেনা মোর প্রাণ।

জন্ম মৃত্যুর যোগ বিয়োগে জীবন জটিল বড়,
প্রভু আমার ছোট্ট জীবন তুমি সরল কর।
সকল কাজে তোমায় ডাকি দিও পরিত্রাণ ।।

জীবন কর সুবাসিত জ্ঞানে আলোকময়,
আমার চলা বলা তোমার মনের মত হয়।
এই দুনিয়ায় চলার পথে রাখিও সম্মান।।

(৩৭৯)

ক্ষমা করা শেখাও আমায় ধৈর্য দিয়ে দাও,
প্রভু আমার রাগ ক্রোধ বিলীন করে দাও।

তোমার নূরের ঝিলিক একটু দিও আমায় বুকে,
প্রভু আমার সাথে থেকো তুমি সুখে দুখে।
তোমার সুবাস খুঁজে ফিরি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
আছো তুমি রইবে প্রভু আমার বিশ্বাসে।
মানুষ কষ্ট দিয়ে প্রভু কি সুখ তুমি পাও।।

রাজপথ থেকে ছায়াপথে তোমাকে খুঁজিয়া ফিরি,
প্রভু আমায় দেখিয়ে দিও বেহেস্ড়রেই সিঁড়ি।
নীলকণ্ঠ বিষে আমায় দগ্ধ নাহি কর,
কষ্ট আমি পারিনা সইতে হৃদয় জর জর,
আমার জন্য প্রভু তুমি পূণ্য লিখে যাও।।

(৩৮০)

বিধি আমার কপাল করো ভালো
বুকের ভিতর জাগাও প্রেমের আলো ।

সুখি রেখ আমার এই জীবন
সহজ করো আমারই মরন
বিধি হৃদয় করো না গো কালো ।।

মুগ্ধ প্রভু তোমার সৃষ্টি দেখি
তোমায় নিয়ে হাজার কাব্য লেখি
আমার বুকে প্রেমের প্রদিপ জ্বালো ।।

বাঁচিয়ে রেখ আমার মুখের হাসি
প্রভু তোমায় ডাকতে ভালোবাসি
প্রভু তোমার দয়ার বৃষ্টি ঢালো ।।

(৩৮১)

সাত আসমান সপ্ত সাগর সবই প্রভুর দান,
দুঃখ কষ্ট পেলেও যে পাইগো পরিত্রাণ।

আশায় আছি তোমার কাছে পাবো পুরস্কার,
কাউকে যেন না করি প্রভু আমি তিরষ্কার।
প্রার্থনা করি গো প্রভু শান্ড় কর প্রাণ।।

তোমায় যেন চিনতে প্রভু দয়াময়,
তোমার সৃষ্টির সেবা যেন আমার মরণ হয়।
বৃষ্টি ধোয়া ঘাসের মন পূণ্য কর প্রাণ।।

(৩৮২)

প্রভুর ভালোবাসা পেতেই মানুষ ভালোবাসি,
সবার মনে শান্ড়ি দিতে মিষ্টি করে হাসি।

ত্যাগই আমার ধর্ম প্রভু ত্যাগের ক্ষমতা দাও,
দিলের ভিতর রাগ ক্রোধ সবই তুলে নাও।
জীবন আমার ধন্য হোক মানব সেবা দিয়ে,
জীবিকা চলুক আমার, তোমার দয়া নিয়ে।
সাধারন জীবন দিও হইনা বিলাসী ।।

প্রকৃতির সাথে যেন তাল মিলায়ে চলি,
কাউকে যেন কষ্ট দিয়ে কথা নাহি বলি।
বর্তমানই শ্রেষ্ঠ সময় তোমার প্রার্থনার.
ঘোরের মধ্যে ডুবে আছি প্রভু যে আমার।
তোমায় নিয়ে আছে আমার স্বপ্ন রাশি রাশি।।

(৩৮৩)

জীবন মঞ্চে রঙ্গ ব্যঙ্গ কত কিছুই চলে,
আমায় নিয়ে লোক যেন ভালো কথায় বলে।

মাটির মানুষ কর আমায় তোমার ধ্যানে ধ্যানি,
তোমার জ্ঞানে একটুকু দাও আমায় কর জ্ঞানী।
পুণ্য নিয়ে তোমার কাছে আসি যেন চলে।।

আমার হৃদয় কোণে বাঁজে তোমার সুরের বীণ,
শোধ করিবার ক্ষমতা নাই তোমার ঋণ।
চলি যেন এই দুনিয়ায় আপন শক্তি বলে।।

(৩৮৪)

প্রাণের দুঃখ প্রাণেই চেপে রাখি দয়াময়,
পূণ্য নিয়ে তবেই যেন আমার মরণ হয়।

যে কয়টা দিন বাঁচি প্রভু হাসি থাকুক মুখে,
সবাই যেন বুঝতে পারে আমি আছি সুখে।
দুঃখ বিলায়ে লাভ কি বল সুখ বিলাবো শুধু,
হয়না যেন কারো জীবন মরুভুমি ধুধু।
কষ্ট পরাজিত করে সুখকে করি জয়।।

শোকর গুজার তোমার কাছে চলছে জীবন ভালো,
শুধুই প্রভু আমার বুকে জ্বালাও প্রেমের আলো।
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন বিভোর প্রতিপালক মোর,
কাটেনা যেন কোন সময় তোমার স্বপ্ন ঘোর।
প্রভু তুমি চিরনশ্বর তোমার তো নাই ক্ষয়।।

(৩৮৫)

মিথ্যা মরীচিকায় তোমায় ভুলে না যেন যাই,
বুকের মধ্যে প্রভু তুমি তোমায় যেন পাই।

প্রভু তুমি জাগিয়ে রেখ প্রাণের কলরব,
দিকহীন করোনা প্রভু পথের দিশা চাই।
সবাই মিলে গাইবো চল দুঃখ ভোলা গান।।

তোমায় খুঁজতে হারিয়ে যাব কোন সে অজানায়,
তোমার স্বর্গ তোমার নরক তোমার কাছেই সব।
প্রভুর কাছে নেইকো আমার কোনই অভিমান।।

(৩৮৬)

ব্যক্তি স্বার্থ মাপের উর্ধ্বে ভালোবাসা যদি হয়,
ত্যাগের আলোয় প্রজ্জলিত সেই প্রেম টিকে রয়।

অবাক হয়েছি তোমার কথায় জীবনের বাঁকে বাঁকে,
স্তব্ধ হয়েছে হৃদয় তরু কালিমা বুকের ফাকে।
মরে গেছে যত ফুটন্ত ফুল যতই নকশী রয়।।

দুই দিবসের ধরণী যে শুধুই সরাইখানা,
ছড়াও হাসির ফুল ঝুড়ি গো কাঁদতে শুধু মানা।
বুকের ভেতর চোখের জল লুকিয়ে যেন রয়।।

(৩৮৭)

নসীবে কি আছে দয়াল আমার তো নাই জানা,
তুমি আমার থাকো প্রভু আর করো না মানা।।

আমার হিসাব তোমার কাছে জীবন খাতায় লেখা,
একবার তুমি দিও দয়াল তোমার নূরের দেখা।
সাধ আছে প্রভু সাধ্য নাইতো তোমার সাথে মেলা,
আমার এই জীবনের সাথে প্রভু তোমার খেলা।
তোমার দয়া বিনে জীবন হবে ফানা ফানা।।

কালের কাছে পরাজিত হতে নাহি চাই,
তোমার কাছে অভিযোগের সাধ্য আমার নাই।
দেহের মধ্যে জীবন বাতি মিটিমিটি জ্বলে,
তোমার কথা স্মরন করি আমি পলে পলে।
আশ্রয় দিও গো প্রভু দিও শস্য দানা।।

(৩৮৮)

বুকের কুঞ্জবনে তুমি ফোটাও প্রেমের ফুল,
তোমাকে ডাকিতে প্রভু না করি যেন ভুল।

প্রাণে যেন গানের পাখি সুখের সুরে গায়,
সুখ ঢেলে দিও প্রভু জীবন পেয়ালায়।
তোমায় হৃদয় ঢেলে দিতে না করি যেন ভুল।।

সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে যখন সুয়ে রব,
কেউ রবে না শুধুই তোমার সাথে কথা কব।
মানুষ ভালোবাসতে যেন না করি যেন ভুল।।

(৩৮৯)

কালের কাছে পরাজিত হতেই হবে প্রভু,
তোমায় যেন হৃদয় থেকে না ভুলে যায় কভু।

কালের যাত্রা শুরু হবে, হবে একদিন শেষ,
হয়তো সেদিন আত্মা আমার হবে নিরুদ্দেশ।
ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিও জীবনের ফুলদানী,
এমন ইচ্ছা দিও আমায় তোমার বিধান মানি।
দুঃখ দিলেও দুঃখ সওয়ার শক্তি দিও তবু ।।

দয়াল তোমার প্রতি আমার নেইতো অভিমান,
আমায় তুমি উজাড় করে দিও দয়ার দান।
নিশ্চিত করিও শান্তি় এপার ওপার,
পার করিও দয়াল তুমি জীবন পারাবার।
দেহ যেন হয়না কভু দুঃখে যবু থবু ।।

(৩৯০)

আমার মনের ফুল বাগানে তোমার অবস্থান,
দুই জগতে রেখ প্রভু আমারই সম্মান ।

সুফল কর আমার জীবন সুবাসিত মন,
জুড়ে আছো তুমি আমার বুকের কুঞ্জবনে।
শুধুই তোমাকে ডাকি প্রভু দয়াবান ।।

বেহেস্তেরই বন ছায়ে আমাকে ঠাই দিও,
পাপ যা আছে ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে নিও।
ভালোবেসে জীবন ভরে চাইনা বিত্তশান।।

(৩৯১)

বিশ্ব পিতা প্রতিপালক শক্তি দাও আমায়,
এমন একটা কলম দাও কাব্য লিখে যাই।

তোমার জন্য হাজার গল্প তোমার জন্য কাব্য,
তোমার কথাই বলবো প্রভু তোমার কথাই ভাববো।
তোমার জন্য আমার যত ভাবের কবিতা,
মধুর বিধুর কল্প কথা পাক অমরতা।
তোমার সান্নিধ্য পেতে কলম লিখে যায় ।।

তোমায় সন্তুষ্ট করি এটায় মনে সাধ,
কলম আমার চলে থাকুক দিওনা প্রভু বাধ।
জন্ম কথা মৃত্যু কথা ভবের কত খেলা.
খেলছো প্রভু বিশ্ব নিয়ে দুই দিবসের মেলা।
মানব মনে শান্তি দিও এটায় প্রভু চাই

চাঁদের পানশী

(৩৯২)

বুকের ভিতর উথলে উঠে হাজারটা কথার মালা
মানব মনে সুখ দিও গো দিও না প্রভু জ্বালা ।

মানুষে মানুষে তুমি দিওনা হানাহানি,
এই পৃথিবীর সবাই যেন প্রভু তোমায় মানি।
আলোকিত করো হৃদয় দূর করো সব কালা ।।

বে-দ্বীন আমায় কইরো না গো দিলেতে প্রেম দাও,
ব্যাকুল হৃদয় শান্ত করো তোমর পথে নাও।
খারাপ গুলো ছুড়ে ফেলে আমায় করো ভালা।।

(৩৯৩)

দিলের কসম বলছি প্রভু চাইনা আমার গেলে মান,
প্রান বন্ধু আছে আমার, সেইতো আমার বিত্তশান।

এইখানে এই ধরাতলে, তার সাথে মোর প্রণয় চলে,
রাখবো মাথা তারই কোলে, যারে দিলাম আমার প্রাণ।।
জান্নাতেও তারেই চাইবো ইহকাল আর পরকাল,
তাকে নিয়েই সুখী আমি ভালই আছে আমার হাল।
বন্ধু তুমি অনেক চেনা, তোমার কাছে অনেক দেনা,
আমায় ছেড়ে আর যেওনা নেইতো কোন অভিমান।।

এই জগতের হেরেম খানায় শান্ড়ি মতই আছি,
তোমার দয়ায় বাকিদিনও এমনি যেন বাঁচি।
দু:খ শোকেও তাকেই যে চাই, প্রানের কাছে যেন সদাই,
থাকবো ভাল দক্ষিণ হাওয়ায় সুস্থ রবে মোদের প্রাণ।।

বন্ধুর সাথে গাইবো আমি বসন্ড় বাহার,
সকল স্বপ্ন সকল আশা আমি এবং তার।
মনের ভিতর একটাই ভয় বন্ধু সদাই যেন সাথে রয়,
খুনসুটিতে হোক জীবনময় বন্ধুই আমার আসমান।
তোর মায়াবানে আমার ভরাস মনের কোন।।

(৩৯৪)

প্রেমের গজল গেয়েই চলি তোমায় পাবার আশে,
ছন্দে বেঁধো জীবন প্রভু থেকো আমার পাশে।

বিরান মরু তুমি কর সবুজ শস্যময়,
তুমি প্রভু শান্ত কর আমার এ হৃদয়।
তোমায় নিয়ে অনুভূতি শুধুই শুন্যে ভাসে,
ছন্দে বেঁধো জীবন প্রভু থেকো আমার পাশে।

দিলে দিও রঙের ছোয়া গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ,
নিরবধি শান্তি দিয়ে ভরিয়ে রেখো প্রাণ।
তোমার প্রেমের সাগরে যেন হৃদয় আমার ভাসে,
ছন্দে বেঁধো জীবন প্রভু থেকো আমার পাশে।

(৩৯৫)

প্রভু তোমায় আমি যেন ডাকি দিবস যামী,
ভালোর পথে নিও আমায় হইনা বিপথগামী।

দুই দিবসের জীবন মোদের শুধুই মায়ার খেলা,
তোমার পথেই প্রভু আমার কাটুক সকল বেলা।
বিশ্ব বনে তোমার সৃষ্টি ভালোবাসি আমি,
ভালোর পথে নিও আমায় হইনা বিপথগামী।

কান্না সওয়ার শক্তি দিও দুঃখ করি জয়,
পূণ্য কাজে মেতে থাকি পাপকে করি ভয়।
জীবন সাগর পার করো হে প্রভু অন্তর্যামী,
ভালোর পথে নিও আমায় হইনা বিপথগামী।

(৩৯৬)

রুপবতী চাঁদ আকাশে হাজার তারার মেলা,
বিশ্ব বনে ফুলের সুবাস সবই প্রভুর খেলা।

ঝিলের বুকে রুপালি জল করছে টলমল,
প্রভু তুমি মুছে দিও আমার চোখের জল।
জীবন নামের সাগর মাঝে নাও ভাসাই এই বেলা,
বিশ্ব বনে ফুলের সুবাস সবই প্রভুর খেলা।

লাভ লোকসান নিয়েই জীবন মেনে নিতে হয়
ঝড় ঝঞ্ঝা দিলেও প্রভু আমার যেন সয়।
এই ভুবনে একাই এলাম যাবো যে একেলা,
বিশ্ব বনে ফুলের সুবাস সবই প্রভুর খেলা

(৩৯৭)

এই জীবনে খুলে দিও সম্ভাবনার দ্বার,
সফল মানুষ করো আমায় প্রভু হে অপার।

দুই দিনের এই পান্থশালায় তুমি মালিক সাঁই,
চলার পথ সহজ করো তোমার কাছেই চাই।
জগৎ নিয়ে খেলছো তুমি বিশ্ব খেলোয়াড়,
সফল মানুষ করো আমায় প্রভু হে অপার।

তারায় ভরা নীল আসমান গ্রহ উপগ্রহ,
মহাবিশ্ব তোমার প্রভু করো অনুগ্রহ।
দু:খ ভোলাও শান্তি বিলাও এপার ওপার,
সফল মানুষ করো আমায় প্রভু হে অপার।

(৩৯৮)

জ্ঞানহীন এই অধম আমায় আলোর দিশা দাও,
তোমার জ্ঞানের আলোয় প্রভু শুদ্ধ করে নাও।

দু:খ আমার যাকনা ধুয়ে তোমার দয়ার দানে,
ছড়িয়ে দাও ভুবন ভরা সুখের ঝিলিক প্রাণে।
পার্থিব এই লীলা ভুমি সহজ করে দাও,
তোমার জ্ঞানের আলোয় প্রভু শুদ্ধ করে নাও।

এই জীবনের বাঁকে বাঁকে সুখের ছোয়া দিও,
সহজ মৃত্যু দিয়ে আমায় তোমার কাছে নিও।
মানুষ ভালোবাসার স্বপ্ন পুরণ করে দাও,
তোমার জ্ঞানের আলোয় প্রভু শুদ্ধ করে নাও।

(৩৯৯)

কান্না আমার সয়না প্রভু অশ্রু মুছে দাও,
আকাশ ছোয়া দু:খগুলো আকাশেতে নাও।

চাঁদের কিরণ লাগুক দেহে স্নিগ্ধ করো মন,
ভালোবাসার স্বপ্ন মোহে জাগি সারাক্ষণ।
আমার মুখে মিষ্টি মধুর ভাষা তুমি দাও,
আকাশ ছোয়া দু:খগুলো আকাশেতে নাও।

মহান মৃত্যু দিও আমায় কষ্ট না যেন পাই,
বর্তমানটা শ্রেষ্ঠ করো তোমার কাছে চাই।
মনের সাথে বাঁচার মত সুযোগ করে দাও,
আকাশ ছোঁয়া দু:খগুলো আকাশেতে নাও।

(৪০০)

মনের বয়স বাড়েনি তাই দেহের শক্তি চাই,
এই হৃদয়ের ভালোবাসা সবাইকে বিলাই।

প্রভু তোমার সৃষ্টি যেন আপন করতে পারি,
জীবন হাটে ভালোবাসবো শিশু পুরূষ নারী।
তোমার দয়া পেতেই যেন ছুটেছি সবাই,
এই হৃদয়ের ভালোবাসা সবাইকে বিলাই।

নীল পারিজাত এই জীবনে পশু পাখি যত,
গাছপালা নদী নালা বাঁচুক তাদের মত।
বিভেদ ভেঙে সব মানুষকে আপন করে চাই,
এই হৃদয়ের ভালোবাসা সবাইকে বিলাই।

ধন্যবাদ